ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-194 ■ 14 April, 2026 ■ আগরতলা ১৪ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ৩০ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্ত্রী-পুত্রকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা শিক্ষকের, চাঞ্চল্য উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। ভোরবেলায় এক মর্মান্তিক ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে গেল উদয়পুরের চন্দ্রপুর বেলতলী এলাকা। অভিযোগ, স্থানীয় বটতলী স্কুলের এক বিজ্ঞান শিক্ষক নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। ওই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চরম চাঞ্চল্য ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
জানা গেছে, অভিযুক্ত শিক্ষক অজিত দাস তার স্ত্রী রুপা দাস (৪৫) এবং ছেলে দিগন্ত দাসকে(১৮) ঘুমের মধ্যে লাঠি দিয়ে আঘাত করে নির্মমভাবে খুন করেন। ভোরে হঠাৎ চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলেও ততক্ষণে সব শেষ হয়ে যায় বলে জানা যায়। পরিবারের এক সদস্য নারায়ণ চন্দ্র দাস জানান, গত কয়েকদিন ধরে অজিত দাস মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। ঘটনার পর তিনি নিজেও বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।
গুরুতর অবস্থায় তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।
এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
কী কারণে এই নৃশংস ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
এক নিমিষেই একটি পরিবার প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় উদয়পুর জুড়ে নেমে এসেছে শোক ও আতঙ্কের ছায়া।
এলাকাবাসীর মধ্যে এখনও অবিশ্বাস ও স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

এডিসি ভোটের ফল বিজেপির পক্ষে যাবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের ফলাফল বিজেপির পক্ষে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। সোমবার দলীয় কার্যালয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই দাবি করেন তিনি।
আজ ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সদ্য সমাপ্ত এডিসি নির্বাচন সহ অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন সমাপ্ত হতেই বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হলেন বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা ,বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের পরদিন দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করা বিজেপির একটি প্রচলিত রীতি। সেই অনুযায়ী এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোটগ্রহণের ধরণ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।
তিনি বলেন, পোলিং এজেন্ট, প্রার্থী এবং দলীয় নেতাদের কাছ থেকে আমরা ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত রিপোর্ট পেয়েছি। এগুলি মূলত কেন্দ্রভিত্তিক একটি সমীক্ষার মতো। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ফলাফল দলের পক্ষে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।
এদিনের বৈঠকে ভোট গণনা প্রক্রিয়া কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।
তিনি বলেন, ভোট গণনার সময় যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য গণনা এজেন্ট ও দলীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
পুনর্ভোট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছু বুথে পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিজেপি প্রার্থীরা পুনর্ভোটের দাবি জানিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শান্তি বজায় রাখার উপরও জোর দেন তিনি।
তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং ত্রিপুরাএই তিনটি রাজ্যে ভোটের সময় হিংসার ঘটনা ঘটে থাকে। তবে তাঁর কথায়, আমাদের রাজ্যে দীর্ঘদিনের নির্বাচনী হিংসার প্রবণতা কিছুটা কমেছে, তবে এখনও শক্তি প্রদর্শন, হুমকি ও ভয় দেখানোর অভিযোগ শোনা যায়। রাজনৈতিক দলগুলিকে এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, কারণ সাধারণ মানুষ শান্তি চায়।
উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি এবং তিপরা মথা পৃথকভাবে লড়াই করেছে। উভয় দলই আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে শামিল হয়। আগামী ১৭ এপ্রিল ভোট গণনা হবে। চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সেদিকেই তাকিয়ে আছে উভয় দল। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মসনদ কোন দল দখল করে সে দিখে তাকিয়ে আছেন রাজ্যবাসী।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। এক শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, ”বাংলা নতুন বছরে প্রথম দিন ”পয়লা বৈশাখ” উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। পয়লা বৈশাখ হল বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। সারা বিশ্বে বাঙালীরা এই দিনটি মিছিল, মেলা এবং পারিবারিকভাবে উদযাপন করেন। নতুন বছরের প্রথম দিন বাঙালীদের ঐতিহ্যগত সম্বোধন হল ”শুভ নববর্ষ”। এই দিনটি ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, ভালবাসা বয়ে আনুক এই কামনা করি”।
এদিকে, বিজু উৎসব, গড়িয়া উৎসব, বৈসু উৎসব এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবগুলি আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, গৌরবময় ঐতিহ্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক।
এসব উৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজস্ব রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আশা ভোঁসলের শেষযাত্রা ঃ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল ।। ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক স্বর্ণযুগের অবসান ঘটল কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলের প্রয়াণে। সোমবার মুম্বইয়ের ঐতিহাসিক শিবাজি পার্কে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। 'আশা তাই' নামে জনপ্রিয় এই শিল্পী রবিবার ১২ এপ্রিল ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বহু অঙ্গ বিকল হওয়ার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। তার আগে চরম ক্লান্তি ও বুকে সংক্রমণের জন্য তাঁকে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মহারাষ্ট্র সরকার তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করে। একই স্থানে তাঁর দিদি কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর-এরও শেষকৃত্য হয়েছিল।
সোমবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত তাঁর মরদেহ লোয়ার পরেলের বাসভবনে রাখা হয়, যাতে ভক্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। হাজার হাজার আবেগপ্রবণ মানুষ মুম্বইয়ের রাস্তায় নেমে আসেন শেষযাত্রায় অংশ নিতে।
বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ, শোকস্তব্ধ পরিবেশে ২১টি বন্দুক স্যালুট ও মহারাষ্ট্র পুলিশের গার্ড অব অনার সহ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, সুনেত্রা পাওয়ার-সহ একাধিক মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমএনএস প্রধান রাজ ঠাকরে।
বলিউড থেকেও বহু তারকা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমির খান। তাঁরা ভারতীয় সঙ্গীতের "সবচেয়ে বহুমুখী কণ্ঠস্বর"-এর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকবার্তায় বলেন, আশা ভোঁসলে জির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীতজীবন আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।
চলচ্চিত্র জগতের তারকা শাহরুখ খান, এ. আর. রহমান এবং হেমা মালিনী-সহ অনেকে তাঁকে ভারতীয় সিনেমার "অপরিবর্তনীয় স্তম্ভ" হিসেবে অভিহিত করেছেন। আট দশকেরও বেশি দীর্ঘ কর্মজীবনে আশা ভোঁসলের সাফল্য ছিল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট কেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় ভেলুয়ারচড়ে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। টিটিএএডিসি নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপের ঘটনার জেরে ভেলুয়ারচড় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আজ ওই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সকালে সড়ক অবরোধে সামিল হন এলাকাবাসী।
স্থানীয়দের অভিযোগ, গতকাল বেলুয়ারচড় বড়ঢেফা জলজলা সিনিয়র বেসিক স্কুল সংলগ্ন ভোটকেন্দ্রের বাইরে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িতদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে রাস্তায় নেমে অবরোধ শুরু করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ফলে এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় এবং চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।
অবরোধকারীদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরপর দুই হাতির মৃত্যুতে চাঞ্চল্য বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। খাদ্যাভাবের জেরে পরপর দুই হাতির মৃত্যুর ঘটনায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন। মাত্র চারদিনের ব্যবধানে দুই পৃথক এলাকায় দুই হাতির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে গত ৮ এপ্রিল পেঁচারথলের আন্ধারছড়া এলাকায়, যেখানে প্রায় ১৪ বছর বয়সী একটি হাতির মৃত্যু হয়। এরপর ১০ এপ্রিল ঠান্ডাছড়া এলাকায় প্রায় ৪৫ বছর বয়সী আরও একটি হাতির মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। পরপর এই দুই ঘটনার পর থেকেই এলাকাজুড়ে শোক ও ক্ষোভের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব এবং যথাযথ পরিচর্যার অভাবেই এই মর্মান্তিক মৃত্যুগুলি ঘটেছে। প্রথম ঘটনাটি কোনোভাবে মেনে নিলেও দ্বিতীয় ঘটনার পর গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দানা বেঁধেছে।
এই ঘটনাকে রাজ্যের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক গুরুতর দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট কোনও প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় ক্ষোভ আরও বাড়ছে। দ্রুত তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে সরব হয়েছে স্থানীয় মানুষজন।

এডিসি নির্বাচন কুলাই চাম্পাহাওর দুই কেন্দ্রের পুন:ভোট গ্রহণের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার টিটিএএডিসি”র সাধারণ নির্বাচনে ১০-কুলাই-চম্পাহাওর (এসটি) কেন্দ্রের ৩-ভাটিময়দান এস.বি. স্কুল এবং ১৭-রামদেব ঠাকুর পাড়া ভোটকেন্দ্রে পুন:ভোট গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১০-কুলাই-চম্পাহাওর (এসটি) জেলা পরিষদ কেন্দ্রের অন্তর্গত ৩-ভাটিময়দান এস.বি. স্কুল এবং ১৭-রামদেব ঠাকুর পাড়া ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলাকালীন সংঘটিত কিছু ঘটনার বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার গুরুত্বারোপ করেছেন।
জেলা নির্বাচন আধিকারিক, রিটার্নিং অফিসার এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত অন্যান্য আধিকারিকদের পেশ করা রিপোর্টে উল্লেখিত অনিয়মের জন্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারীর অংশগ্রহণ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গ্যারান্টি ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণই ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বিজ্ঞান ভবনে 'নারী শক্তি বন্দন সম্মেলন'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই উদ্যোগ দেশের মহিলাদের স্বপ্নকে "নতুন ডানা" দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দেশজুড়ে যে আলোচনা চলছে, তা ভারতের গণতন্ত্রের শক্তির প্রতিফলন। "স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সংবিধান প্রণয়নপ্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশের নারী শক্তির অসীম অবদান রয়েছে," বলেন তিনি।
স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নারী নেতৃত্বের ভূমিকাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রীযেখানেই মহিলারা নেতৃত্বের সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র ছাপ রেখেছেন। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ও অর্থমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও মহিলারা দায়িত্ব পালন করছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।
তিনি জানান, বর্তমানে দেশে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় ১৪ লক্ষেরও বেশি মহিলা কাজ করছেন, যা তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্রে তাঁদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রমাণ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিচয়হীন ব্যক্তির পচা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। রাজধানী আগরতলা শহরের আস্তাবল ব্রিজ সংলগ্ন কাটাখাল থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার এলাকাবাসী খালে একটি দেহ ভাসতে দেখতে পান। এরপরই তারা বিষয়টি আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করে।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিক জানান,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন

সর্বাধিক ভোট পূর্ব মুহুরীর-বুবাটলি কেন্দ্র, সর্বনিম্ন দামছড়া-জম্পুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনে এবারে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে ভোটারদের উপস্থিতি। প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট ৯ লক্ষ ৫১ হাজার ৬১৩ জন ভোটারের মধ্যে ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৭৯ জন ভোট প্রদান করেছেন। এই নির্বাচনে মোট ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৮৩.৫২ শতাংশ। বেশ কয়েকটি নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক সহিংসতা ও উত্তেজনার খবরের মধ্যেই ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল নজিরবিহীন।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পুরুষ ভোটার ছিলেন ৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৬৩ জন এবং মহিলা ভোটার ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৪৪ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ৬ জন। অন্যদিকে, ভোট প্রদান করেছেন ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৭৯ জন পুরুষ, ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭৯৯ জন মহিলা এবং ১ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে অধিকাংশ আসনেই ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক পূর্ব মুহুরীপুর-বুরাটলি (এসটি) কেন্দ্রে ৩৩৯৯৮ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ওই কেন্দ্রে ভোটের হার ছিল ৮৯.৯১ শতাংশ। এছাড়াও ১৪ নম্বর বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রে ৮৭.৬৬ শতাংশ এবং ১৭ নম্বর পেকুয়ারজলা-জনমেজয় নগর কেন্দ্রে ৮৭.৬৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। বিপুল ভোটদানের তালিকায় আরও রয়েছে ২৮ নম্বর শিলাছড়ি-মনুবাংকুল (৮৭.৭২%), ২১ নম্বর মহারানি-চেলাগাং (৮৬.০১%), ২৫ নম্বর নুতনবাজার-মালবাসা (৮৫.৮৯%) এবং ১৫ নম্বর জিরানিয়া (৮৫.৭৭%) কেন্দ্র।
অন্যদিকে সর্বনিম্ন ভোট পড়েছে ১ নম্বর দামছড়া-জম্পুই (এসটি) কেন্দ্রে ৬৯.০৯ শতাংশ। ওই কেন্দ্রে ভোটদান করেছেন ৩৪০১৮ জন ভোটার। এছাড়া ৩ নম্বর দাসদা-কাঞ্চনপুর কেন্দ্রে ৭৯.৪৬ শতাংশ এবং ৯ নম্বর হলাহালি-আশারামবাড়ি কেন্দ্রে ৮০.৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছে।
এছাড়াও, মাছমারা কেন্দ্রে ৮০.৯৮%, করমছড়া কেন্দ্রে ৮১.৩৬%, ছাওমানু কেন্দ্রে ৮২.৮৩%, মনু-ছৈলেংটা কেন্দ্রে ৮৩.৬২% এবং দামছড়া কেন্দ্রে ৮৩.০৫% ভোটদান হয়েছে, আমতলি-গোলাঘাটি কেন্দ্রে ৮৫.৫৬%, কিল্লা-বাগমা কেন্দ্রে ৮৪.৯১% এবং ২২ নম্বর কথালিয়া-মির্জা-রাজাপুর কেন্দ্রে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূল বিদায়ের পথে ঃ অমিত শাহ

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি দুর্নীতির ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের যোগ রয়েছে বলে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার বীরভূমের বোলপুরে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের মানুষ এই 'দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন' থেকে মুক্তি চায় এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত।
তিনি বলেন, "ক্যাশ-ফর-কোয়েরি থেকে ক্যাশ-ফর-জব, গরু পাচার থেকে কয়লা পাচার, পিডিএস কেলেঙ্কারি থেকে বেআইনি জমি দখলদুর্নীতির যে ক্ষেত্রেই বলুন না কেন, সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ছাপ রয়েছে।"
সভা থেকে তিনি আরও বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে যেকোনও মূল্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) চালু করা হবে। তাঁর দাবি, বর্তমানে একাধিক বিয়ের যে প্রথা চলছে, তা বন্ধ করা হবে।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-কেও নিশানা করে তিনি বলেন, "একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, বরং তাঁদের রাতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৪ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
৩০ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

চৈত্র সংক্রান্তি হইল এক চিরায়ত উৎসব

চৈত্র সংক্রান্তি হইলো বঙ্গাব্দের বা বাংলা বছরের শেষ দিন। এটি বাঙালি সংস্কৃতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোকউৎসব। মূলত বিদায়ী বছরকে বিদায় জানানো এবং নতুন বছরকে বরণ করিবার প্রস্তুতি হিসেবেই এই দিনটি পালিত হয় ।চৈত্র সংক্রান্তি পালনের পেছনে প্রধানত দুটি কারণ রহিয়াছে।ধর্মীয় ও কৃষিভিত্তিক বিশ্বাস এবং ঋতু পরিবর্তন ।বছরের সমস্ত জীর্ণতা, দুঃখ ও গ্লানিকে ধুইয়া-মুছিয়া বিদায় জানানোর জন্য এই দিনটি পালন করা হয় ।হিন্দু ধর্মাবলম্বী কৃষকদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনে শাস্ত্রীয় আচার পালন করিলে আগামী বছরে ভালো ফসল হইবে এবং রোগ-বালাই থেকে মুক্তি মিলিবে।প্রাচীন কাল থেকেই চৈত্র সংক্রান্তিতে সূর্যের আরাধনা করা হয়, কারণ সূর্যই হইলো পৃথিবীর শক্তির উৎস।এই দিনটিকে ঘিরিয়া গ্রাম ত্রিপুরায় বৈচিত্র্যময় সব আচার-অনুষ্ঠান দেখা যায়। এটি চৈত্র সংক্রান্তির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। শিবের আরাধনা করিয়া সন্ন্যাসীরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বাণ ফোঁড়েন এবং কাঠের চড়ক গাছে ঝুলিয়া ঘোরেন। এটি কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে ভক্তি প্রকাশের একটি প্রাচীন রূপ ।দেশের বিভিন্ন স্থানে এই দিনটি উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। নাগরদোলা, মাটির খেলনা, বাঁশি এবং খই-বাতাসার গন্ধে মেলার মাঠ মুখরিত থাকে। ঐতিহাসিকভাবে এই দিনে অনেকে মাছ-মাংস এড়াইয়া চলেন। বিশেষ করিয়া "চৌদ্দ শাক" বা অনেক রকমের শাক মিশাইয়া রান্না করা এবং তেতো খাবার যেমন: করলা বা নিম পাতা খাওয়ার রেওয়াজ আছে। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইতে সাহায্য করে বলিয়া মনে করা হয় ।ব্যবসায়ীরা পুরনো বছরের হিসাব চুকাইয়া নতুন বছরের "হালখাতা" খোলার প্রস্তুতি নেন এই দিনেই। ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং আলপনা দেওয়াও এই ঐতিহ্যের অংশ ।সময়ের সাথে সাথে পাল্টিয়া গেলেও চৈত্র সংক্রান্তির মূল সুর এখনো একই আছে। এখন শহরেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গান, মেলা এবং উৎসবের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করে। এটি কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এটি বাঙালির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক ।চৈত্র সংক্রান্তি হইলো নতুনের আগমনের আগে নিজেকে শুদ্ধ করিয়া নেওয়ার এক চিরায়ত উৎসব। এটি আমাদের মনে করাইয়ায়ে দেয় যে, শেষ হওয়ার মধ্যেই নতুন শুরুর বীজ নিহিত থাকে ।শহরের যান্ত্রিকতায় হয়তো আমরা অনেকেই ভুলিতে বসিয়াছি, কিন্তু গ্রাম ত্রিপুরার মানুষের কাছে চৈত্র সংক্রান্তি এখনো এক পরম আবেগের নাম। পুরনো সব জরাজীর্ণতাকে বিদায় জানাইয়া নতুনত্বকে বরণ করিয়া নেওয়ার এই তো সেরা সময় !ঋতুচক্রের অনিবার্য আবর্তনে জীর্ণ-পুরাতনকে বিদায় জানাইয়া মহাকালের গভীর গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে আরেকটি বাংলা বছর। চৈত্রের দহনদগ্ধ প্রখর দুপুরে, শুকনো পাতার মৃদু নূপুরধ্বনি যেন বাজাইয়া তোলে বিদায়ের এক বিষণ সুর; সেই সুরে মিশিয়া থাকে নতুনের আহ্বান, নবজাগরণের নীরব প্রতিশ্রুতি। বিদায় ও আগমনের এই অনির্বচনীয় সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে চৈত্র সংক্রান্তি যা গ্রাম ত্রিপুরার মানুষের আবেগ, ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের এক গভীর প্রতীক ।এই দিনটি কেবল একটি পঞ্জিকার সমাপ্তি নয়; এটি এক দীর্ঘ বছরের ক্লান্তি, জীর্ণতা ও গ্লানিকে মুছিয়া ফেলিবার প্রতীকী মুহূর্ত। নতুন উদ্যমে, নব প্রত্যয়ে জীবনকে পুনরারম্ভ করিবার এক অন্তর্লীন প্রেরণা জাগায় চৈত্র সংক্রান্তি। তাই এটি শুধু বিদায়ের দিন নয়, বরং নবসূত্রে গাঁথিবার এক নীরব অঙ্গীকার ।চৈত্রসংক্রান্তি পালনের আচার-অনুষ্ঠানে অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্য থাকিলেও এর মর্মকথা এক-ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। যুগে যুগে, কালের পর কাল ধরিয়া বাঙালির জীবনধারা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়াইয়ায়ে আছে এই দিনটি। একসময় এটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও আজ তাহা পরিণত হইয়াছে এক সর্বজনীন উৎসবে; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অংশগ্রহণে এটি পাইয়াছে সর্বজনীন স্বীকৃতি ।গ্রাম ত্রিপুরার নিসর্গে চৈত্র সংক্রান্তির আবহ যেন আরও গভীর ও প্রাণবন্ত। পুরোনো বছরের যাবতীয় দুঃখ, গ্লানি ও ব্যর্থতাকে বিদায় জানাইয়া নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতিতে মুখর হইয়া ওঠে জনপদ। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে চৈত্র সংক্রান্তি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন।

বঙ্গ ভোটে প্রচার তুঙ্গে, তৃণমূলকে কড়া হুঁশিয়ারি অমিত শাহের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার বীরভূম জেলার খয়রাশোলে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে যারা রাজ্যের মানুষকে লুট করেছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, "গত ১৫ বছরে 'কাটমানি সিন্ডিকেট'-এর মাধ্যমে যারা লুটপাট চালিয়েছে, তাদের একে একে খুঁজে বের করা হবে। বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা বা খুনের ঘটনায় জড়িতদেরও রেহাই দেওয়া হবে না, তারা লুকিয়ে থাকলেও খুঁজে বের করা হবে।"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-কে নিশানা করে তিনি বলেন, তাঁর 'ভাইপো' তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী-কে মুখ্যমন্ত্রী করার স্বপ্ন কখনও পূরণ হবে না।

"আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই, আপনার ভাইপো কখনও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন না। বিজেপির কেউই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেনযিনি বাংলারই সন্তান এবং বাংলা ভাষায় কথা বলেন ও লেখেন," বলেন অমিত শাহ।

এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিয়ে আসছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁদের শনাক্ত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে বলেও জানান তিনি।

দিনের পরবর্তী সময়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জে আরও একটি জনসভা, দুর্গাপুরে রোডশো এবং একটি সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর কিছু অজানা তথ্য

১৮৯০ এর দশক। মহর বর্ণের অন্তর্গত একটি দরিদ্র বাড়ির ছেলেকে স্কুলে ক্লাসের বাইরে বসানো হয়েছিল, তাকে অন্যদের সঙ্গে বসতে দেওয়া হয়নি। তিনি প্রতিদিন বাড়ি থেকে স্কুলে বসার জন্য ব্যবহৃত তার আসনটি নিয়ে যেতেন। শুধু তাই নয়, তিনি জল খেতে চাইলে স্কুলের পিয়ন উঁচু থেকে তার হাতে জল ফেলে দিতেন। অবাক হচ্ছেন? এটাই সত্যি, এই দশকে এটি ছিল অস্পৃশ্যতার চরম স্তর। আর এই অস্পৃশ্যতার শিকার হয়েছিলেন ভারতীয় সংবিধানের জনক ডঃ বি.আর আম্বেদকর। আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। প্রতি বছর এই ৬ ডিসেম্বর দিনটি "মহাপরিনির্বাণ দিবস" হিসেবে পালিত হয়। বাবা সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্যই এই দিবস পালন করা হয়।

তথাকথিত নিম্ন বর্ণের একজন নিষ্পাপ শিশু কীভাবে এমন পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে? এই পরিস্থিতিগুলি তার মনে কী প্রভাব ফেলেছিল? কীভাবে এটি তার আত্মমর্যাদাকে প্রভাবিত করেছিল? এই সমস্ত প্রশ্ন থেকেই যায়।

ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর, যিনি বাবাসাহেব নামেও পরিচিত, ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর বাবার নাম রামজী শাকপাল। যিনি ছিলেন তৎকালীন পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সুবেদার এবং তাঁর মাতার নাম ভীমাবাই।

বি. আর. আম্বেদকর জাতিতে ছিলেন মহর। যেই জাতিকে তৎকালীন ভারতের অস্পৃশ্য হিসাবে মানা হত। নিচু জাতির কোনও মানুষ ভুল করে উঁচু জাতির

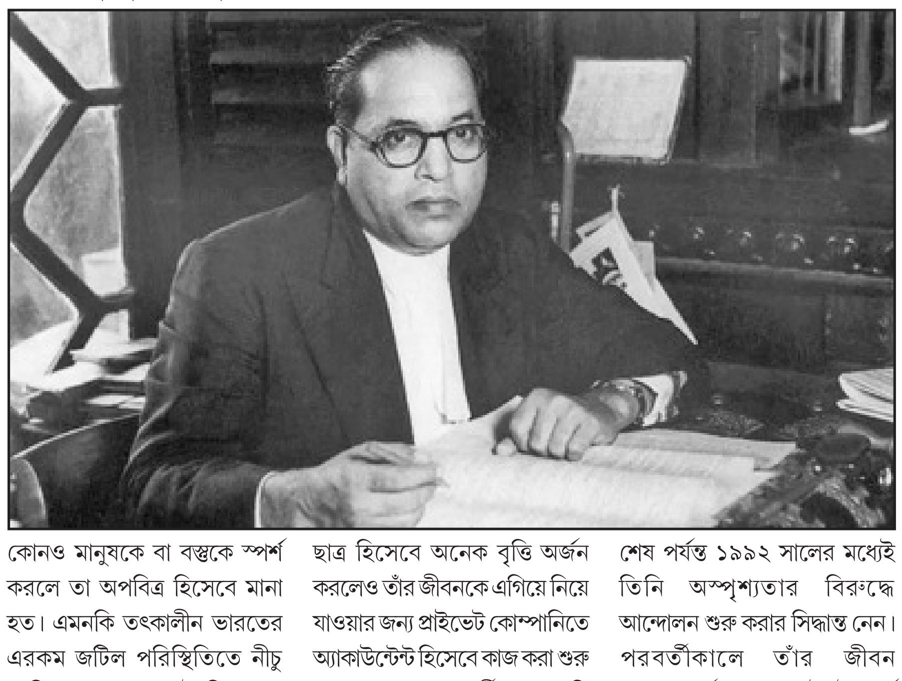

কোনও মানুষকে বা বস্তুকে স্পর্শ করলে তা অপবিত্র হিসেবে মানা হত। এমনকি তৎকালীন ভারতের এরকম জটিল পরিস্থিতিতে নীচু জাতির কোনও ছেলেই বিদ্যালয়ে পড়তে চাইতো না এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও অপমান এবং খারাপ ব্যবহারের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ত্যাগ করতে হতো। এই সমস্ত কিছু অপমানকে সহ্য করেই তিনি এগিয়ে যান তাঁর জীবনের লক্ষে। প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডি পেরোনোর পর তিনি এলফিনস্টোন উচ্চ বিদ্যালয়, এলফিনস্টোন কলেজ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে পড়াশোনা করেছেন। ছাত্র হিসেবে অনেক বৃত্তি অর্জন করলেও তাঁর জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাইভেট কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কাজ করা শুরু করেন এবং পরবর্তীতে একটি ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। তবে অস্পৃশ্য হওয়ার কারণে এগুলিতে তিনি খুব বেশি সফল হননি। পরে তিনি মুম্বইয়ের একটি কলেজে রাজনীতির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ছাত্রদের মাঝে জনপ্রিয় হলেও নিচুজাতের কারণে সহ শিক্ষকদের দ্বারাও তাঁকে বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

এই সবের কারণের জন্য আম্বেদকর প্রায়শই অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালের মধ্যেই তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবন ভারতবর্ষের সেবাতেই উৎসর্গ করেছিলেন। দলিত শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক উন্নয়ন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন, যা তৎকালীন ভারতীয় সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার তথাকথিত নিম্ন বর্ণের মানুষদের জন্য পৃথক ভোটাধিকারের প্রস্তাব করেছিল। তবে, গান্ধীজি তখন ভেবেছিলেন যে এ জাতীয় পদক্ষেপে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরি হতে পারে। তাই তিনি আম্বেদকর ও মদন মোহন মালব্য এর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। দীর্ঘকালীন চিন্তাভাবনা ও আলোচনার পরে নিচুস্তরের মানুষদের জন্য কিছু আসনগুলি সংরক্ষিত রাখতে সফল হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে আম্বেদকরকে প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। তারপরে তাকে সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সে কারণেই তিনি আজ ভারতীয় সংবিধানের জনক হিসেবে পরিচিত। সংবিধান নাগরিকদের পৃথকভাবে অধিকার ও কর্তব্যের নিশ্চয়তা দিলেও ডঃ আম্বেদকর সিভিল সার্ভিস, স্কুল ও কলেজগুলিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আলাদাভাবে আসন সংরক্ষণের ব্যাবস্থা করেন।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি বিতর্কিত বই প্রকাশ করেন ।যার মধ্যে একটি ছিল 'Thoughts on Pakistan' যেখানে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। আম্বেদকর ভারতবর্ষকে এক আলাদা নজরে দেখতেন। তাই তিনি অবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে স্বাধীন হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, যে কারণে ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করার পক্ষের নেতাদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেন। আম্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্মে রূপান্তর ১৯৫০ সালে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতীয় বৌদ্ধ মহাসভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারপরে ১৯৫৬ সালে তিনি 'The Buddha and his Dhamma' গ্রন্থটি লেখা সম্পন্ন করেন।

আম্বেদকর ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর মারা যান। ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্মৃতিসৌধটি দিল্লির আলিপুর রোডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতির সম্পদ আম্বেদকরকে তাঁর জন্মদিনে জানাই শতকোটি প্রণাম।

পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষের অবদান যেন ভুলে না যাই

কারিশমা ইরিন

পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষের অবদান যেন ভুলে না যাই 'সেদিন ছায়ায় এসো; হানো যদি কঠিন কুঠারে, / তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে;/ ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন/ একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।।'কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আগামী' কবিতায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে প্রাণিকুলে ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষের নিঃস্বার্থ অবদানের কথা। বৃক্ষ আমাদের ফুল, ফল ও বিশুদ্ধ বাতাসের জোগান দেয়। বৃক্ষের এ ত্যাগের বৈশিষ্ট্যে বিমোহিত হয়ে কবি- সাহিত্যিকেরা বলেছেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে বৃক্ষরাজের বৈশিষ্ট্য ধারণ করো, বৃক্ষের মতো পরের কল্যাণে আত্মত্যাগী হও। কিন্তু বৃক্ষের এত ত্যাগের মহিমা আদৌ কি আমরা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি?

যেখানে একজন মানুষের খাদ্য ছাড়া ২১ দিন এবং জল ছাড়া ৩ দিন বাঁচার সম্ভাবনা থাকে (স্বাস্থ্যভেদে ভিন্ন), সেখানে অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে মাত্র কয়েক মিনিট। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক অক্সিজেনের সবচেয়ে বড় উৎস বৃক্ষ নিধন করতে আমরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করি না। তথ্য অনুযায়ী, একজন মানুষের বার্ষিক যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ অক্সিজেন সাত থেকে আটটি পূর্ণবয়স্ক গাছ বাতাসে ছাড়তে পারে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে আমরা যে পরিমাণ বৃক্ষ নিধন করি, তার অর্ধেক পরিমাণ বৃক্ষও রোপণ করি না। দীর্ঘ মেয়াদে এটি জলবায়ুর পরিবর্তনে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে বৃষ্টি কমে যাচ্ছে, কোথাও দেখা দিচ্ছে খরা, আবার কোথাও কোথাও অসময়ের বন্যায় বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, বৃক্ষনিধনের কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিনহাউস ইফেক্ট। ফলস্বরূপ, বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অসহনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা।

গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের বনভূমি কমেছে প্রায় ৬৫ হাজার হেক্টর। যেখানে একটি দেশে মোট ভূমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার, সেখানে দ্য ওয়ার্ল ফরেস্ট ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের আছে মাত্র ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এ পরিমাণ ১৭ শতাংশ। বনভূমির সংকটের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে আমাদের দেশের ঋতুচক্রে। এ কারণে দেখা যাচ্ছে শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টি হতে, আবার বর্ষাকালে দেখা যায় বৃষ্টির কোনো খোঁজ নেই। একইভাবে শরতে দেখা যায় বৃষ্টি। এ পরিবর্তনগুলোর জন্য দায়ী আমরা মানুষেরাই। বৃক্ষনিধনের কারণে প্রকৃতির এ চিরায়ত নিয়মগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যা পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের ওপর যথেষ্ট খারাপ প্রভাব ফেলছে। বৃক্ষ যে শুধু আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতেই সাহায্য করে তা কিন্তু নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি কাজের সঙ্গে বৃক্ষ কোনো না কোনোভাবে জড়িত। ঘরবাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে আসবাব তৈরি, খাবারের চাহিদা, শাকসবজি, ফলমূল, ওষুধসবকিছুর জন্যই আমরা বৃক্ষের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি বৃক্ষ শব্দদূষণ, মাটিদূষণ, বায়ুদূষণ রোধ করতেও সাহায্য করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এক হেক্টর পরিমাণ মাঝারি বন প্রায় ১০ ডেসিবেল শব্দদূষণ প্রতিরোধ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে দেবদারু প্রজাতির গাছ কৃত্রিম শব্দ শুষে নিয়ে পরিবেশকে রাখে কোলাহলমুক্ত, তীব্র থেকে তীব্রতর শব্দও বাধা পড়ে এ গাছের পাতার আড়ালে। তাই পরিবেশবিদেরা বিভিন্ন শহরাঞ্চলের শব্দদূষণ রোধে রাস্তার দুপাশে বেশি করে এই গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

বায়ুদূষণ ও মাটিদূষণ প্রতিরোধেও বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা কারণে-অকারণে যে পরিমাণ বৃক্ষ নিধন করছি, এভাবে চলতে থাকলে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে। বাড়বে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা। বন্যায় প্লাবিত হবে দেশের নিম্নাঞ্চল। বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ অসহনীয় পরিমাণে বেড়ে যাবে, যার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হব আমরা মানুষেরাই।

যুক্তরাষ্ট্র-ন্যাটোর মৃত্যুফাঁদ

স্টিফেন ব্রায়েন

যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশনায় বসন্তের শেষে ইউক্রেন বড় ধরনের পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ হামলার পরিকল্পনা এমন এক সময়ে নেওয়া হয়েছে, যখন ইউক্রেনের খেতখামার ও পথগুলো ভেজা থাকবে। সে অবস্থায় খোলা মাঠের ওপর দিয়ে সাঁজোয়া যানগুলো চালানো সম্ভব নয়; কাঁচা সড়কে সেগুলো চালানো সত্যেই কঠিন।

পেন্টাগনের ফাঁস হওয়া নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সামরিক অভিযানের জন্য ইউক্রেন তাদের ১২টি ব্রিগেডকে প্রস্তুত করেছে। এই ১২টি ব্রিগেডের ৯টি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সাঁজোয়া যান এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। অন্য তিনটি ব্রিগেড পুরোনো আমলের রাশিয়ান সাঁজোয়া যান ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, যেগুলার কিছু কিছু ইউক্রেন আধুনিকায়ন করেছে। ফাঁস হওয়া নথি অনুসারে, এই আক্রমণ থেকে ইউক্রেন বড় অর্জন প্রত্যাশা করছে। কিন্তু বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন। ইউক্রেনের পক্ষের বড় পৃষ্ঠপোষক ওয়াল স্ট্রিট জার্নালেরও এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

প্রকৃতপক্ষে, ফাঁস হওয়া নথিগুলোই ভিন্ন কথা বলছে। এগুলো বাইডেন প্রশাসনের বেপরোয়া অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে সহযোগিতা করবে। প্রকৃতপক্ষে ইউক্রেনের বসন্ত শেষের এই আক্রমণপরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো এবং এমনকি আমেরিকার এশীয় মিত্রদের জন্য মরণফাঁদ হয়ে উঠবে। একটি ব্রিগেডে সাধারণত তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার সেনা থাকেন। সর্বোচ্চ সংখ্যাটি ধরে নিয়ে হিসাব করলে ইউক্রেন ৬০ হাজার সেনা দিয়ে পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এ আক্রমণের মূল লক্ষ্য হলো সেভাস্তোপল নয়, বরং কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলোর ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা তিন কারণে ফলপ্রসু হবে না। প্রথমত, সমরাস্ত্র কারখানা এখন পুরোদমে চলছে আর যুদ্ধের জন্য নতুন অস্ত্র তৈরি করে চলেছে। যুদ্ধে লোকবলে যে ক্ষয় হয়েছে, নতুন সেনা নিয়োগ করে তা পূরণ করেছে অথবা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক মাসগুলোয় রাশিয়ান সেনারা খুব কার্যকরভাবে লড়ে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে রাশিয়ানরা যদি জিতে যায়, তাহলে ইউক্রেনের রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। যাহোক, ইউক্রেন যদি পারে, তাহলে তারা একই সঙ্গে ক্রিমিয়া ও সেভাস্তোপলে আক্রমণের কিছু প্রচেষ্টা নিতে পারে। এ আক্রমণপরিকল্পনার বড় অংশটিই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতি বিষয়ে আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া ন্যুল্যান্ডের মস্তিষ্কপ্রসূত। ইউক্রেন বিষয়ে তিনি বাইডেন প্রশাসনের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবেএ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে ন্যুল্যান্ড কোনো রাখঢাক করেননি। ন্যুল্যান্ড একজন গোঁড়া রাশিয়ানবিরোধী ও পুতিনবিরোধী। পুতিন সরকারের পতন তিনি দেখতে চান। তাঁর দৃষ্টিতে সেটা অর্জন করতে হলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পুরোপুরি বিজয় অর্জন করতে হবে ইউক্রেনকে। এর অর্থ হলো রাশিয়ার কাছে খোয়ানো প্রতি ইঞ্চি ভূমি পুনর্দখল নিতে হবে ইউক্রেনকে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ন্যুল্যান্ডের এই ভাবনার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইউক্রেনের সঙ্গে ন্যুল্যান্ডের দীর্ঘ একটি ইতিহাস রয়েছে। ওবামা প্রশাসনের সময় তিনি মায়দান আন্দোলনের সেই বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানিয়েছিলেন, যারা ইউক্রেনের নির্বাচিত (রাশিয়াপন্থী) সরকারকে উৎখাত করেছিল।

সে সময় ইউক্রেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ন্যুল্যান্ডের গোপন কথোপকথন ফাঁস হয়েছিল। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ইউক্রেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের পরিবর্তে বিকল্প প্রেসিডেন্ট কে হবেন। ২০১০ সালের নির্বাচনে ইয়ানুকোভিচ বিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম দোনেস্ক অঞ্চলে। বর্তমানে তিনি রাশিয়ায় নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পথ হওয়া সত্ত্বেও ইউক্রেনের সেই অভ্যুত্থানে মদদ দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এর পর থেকে ইউক্রেনের রুশভাষী অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ ইউক্রেনের কোনো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেননি। ২০১৯ সালে জেলেনস্কি যে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, সে নির্বাচনেও তাঁরা ভোটদানে বিরত থাকেন। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া এবং ২০২২ সালে খেরসন, জাপোরিঝঝিয়া, দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে রাশিয়া ফেডারেশনের অংশ করে নেয় পুতিন সরকার।

ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণপরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সমর্থন থাবার পরও সেটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ বাধার মুখে পড়বে। এর একটা বড় কারণ হলো, ন্যাটো যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার তুলনায় ইউক্রেনের নয়টি ব্রিগেডে পশ্চিমা সাঁজোয়া যান ও অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা অনেকটাই কম। আবার যেগুলোও আছে সেগুলোর নানা দেশের তৈরি। এ ধরনের বিসদৃশ সাঁজোয়া যান এবং সামরিক সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ খুব সহজ নয়। আবার কোনোটাতে ত্রুটি দেখা দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে মেরামত করা একেবারেই অসম্ভব। ইউক্রেনীয়দের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যদি ট্যাংকসহ সাঁজোয়া যান হারায়, তাহলে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। পোল্যান্ড ও রুমানিয়ায় কয়েকটি মেরামত স্টেশন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কিন্তু সেগুলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

পেন্টাগনের ফাঁস হওয়া নথি থেকেই মিলছে যে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের রাশিয়ান বাহিনীর হামলায় সেগুলো ধ্বংস হয়েছে অথবা গোলাবারুদ একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। এমনকি ইউক্রেনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেয়, তারপরও অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া সেটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এর অর্থ হচ্ছে, আকাশ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়ানদের আধিপত্য থাকবে। যেকোনো আক্রমণের ক্ষেত্রে তারা সেই সুবিধাকে ইউক্রেনীয় বাহিনীর বিরুদ্ধ কাজে লাগাতে পারবে। এ ছাড়া, পর্যাপ্ত গোলাবারুদের সরবরাহ নিশ্চিত না করতে পারাটাও এই পরিকল্পনার প্রধান একটি সমস্যা। পাল্টা আক্রমণের ক্ষেত্রে ইউক্রেনের এই চিত্রে আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না। ইউক্রেনের চাহিদামাফিক অত্যাধুনিক সাঁজোয়া যান ও ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেওয়ার সামর্থ্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের না হওয়া পর্যন্ত কিয়েভ অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু সম্ভবত তার জন্য আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। যাহোক, এ পরিস্থিতির সুযোগ নিতে রাশিয়া নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে না। ইউক্রেন ইস্যুতে এখন বাইডেন প্রশাসন যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক মীমাংসার বিরোধী। একটা গুজব আছে যে বাইডেন প্রশাসন জেলেনস্কি সরকারকে আরও নমনীয়তা দেখাতে বলেছে, কিন্তু এর সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ন্যুল্যান্ড ও অন্য অনেকে রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো ধরনের চুক্তির বিরোধী। কিন্তু ভিন্ন চিন্তার লোকেরাও রয়েছেন বাইডেন প্রশাসন।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা তিন কারণে পশ্চিমাদের জন্য মরণফাঁদ হবে। প্রথমত, সমরাস্ত্র কারখানা এখন পুরোদমে চলছে আর যুদ্ধের জন্য নতুন অস্ত্র তৈরি করে চলেছে। যুদ্ধে লোকবলে যে ক্ষয় হয়েছে, নতুন সেনা নিয়োগ করে তা পূরণ করেছে অথবা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক মাসগুলোয় রাশিয়ান সেনারা খুব কার্যকরভাবে লড়ে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে রাশিয়ানরা যদি জিতে যায়, তাহলে ইউক্রেনের রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, রাশিয়া—ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ন্যাটোর ওপরও বড় চাপ তৈরি হয়েছে। ন্যাটোর অস্ত্রশস্ত্রের ভান্ডার অনেকটাই খালি হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে ইউক্রেনপন্থী ইউরোপীয় রাজনীতিকেরাই এখন যুদ্ধ নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এ ছাড়া নর্ডস্টিম পাইপলাইন ধ্বংসের ঘটনাটি জার্মান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও প্রভাব ফেলেছে।

তৃতীয়ত, ফিনল্যান্ড ন্যাটোর নতুন সদস্য হওয়ায় এখন আরও বড় সীমানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে ন্যাটোকে। শুধু ইউক্রেনের সীমানা রক্ষা নয়, ফিনল্যান্ডের সীমানাও রক্ষা করতে হবে তাদের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

মহারাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় র‍্যাঙ্কিং উন্নত করার আহ্বান রাজ্যপালের

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস) : মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চ্যান্সেলর জিষ্ণু দেববর্মা সোমবার বলেছেন, বর্তমানে রাজ্যের মাত্র এক বা দুটি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান পাচ্ছে, যা পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি।

তিনি উল্লেখ করেন, ক্লাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও, তাদের অধিভুক্ত কলেজগুলি বহু পুরনো ও সুনামধন্য। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সম্মিলিতভাবে জাতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের অবস্থান উন্নত করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

লোক ভবনে আয়োজিত রাজ্যের চারটি ক্লাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যালোচনা বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল এই কথা বলেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এইচএসএনসি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হেমলতা বাগলা, ড. হোমি ভাভা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজনীশ কামাত, প্রভোস্ট চন্দ্রকান্ত দালভি, কর্মবীর ভাউরাও পাটিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জ্ঞানদেব মহাসকে এবং ওয়ারানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ডি. টি. শিরকে সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্যে রাজ্যপাল যক্ষ্মা সম্পূর্ণ নির্মূল করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি ক্লাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 'টিবি মুক্ত ভারত অভিযান'-এ ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার আহ্বান জানান।

সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার প্রতিযোগিতা, মারাঠি ও হিন্দিতে জিঙ্গল তৈরি এবং অন্যান্য সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন তিনি।

বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী কোর্স, সেরা চর্চা, গবেষণা প্রকল্প, দক্ষতা ভিত্তিক কর্মসূচি, ছাত্রভর্তি, উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা নিয়ে উপস্থাপনা করে।

অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সঞ্জয় শিরসাট ঘোষণা করেছেন যে, রাজ্যে তফসিলি জাতির সংরক্ষণে উপ-বিভাগীকরণ সংক্রান্ত আবেদন বা মতামত জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনন্ত মনোহর বাদারের নেতৃত্বে গঠিত এক সদস্যের কমিটি ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেয়।

এই রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা আপত্তি ও মতামত আহ্বান করে শুনানি পরিচালনা করবে।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগ্রহী ব্যক্তি, সংস্থা ও নাগরিকরা ইমেলের মাধ্যমে তাদের মতামত বা আপত্তি জানাতে আরও সময় পাবেন। নির্দিষ্ট ইমেল আইডি dg-sw@barti.in.-এ আবেদন জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই সময়সীমা বৃদ্ধি আরও স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে করা হয়েছে।

নয়ডায় কম মজুরির প্রতিবাদে উত্তাল শ্রমিক বিক্ষোভ, পরিস্থিতি সহিংস

নয়ডা, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): কম মজুরি এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সোমবার উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ সহিংস রূপ নেয়। ফেজ-২ শিল্পাঞ্চলে বিক্ষোভকারীরা গাড়ি ভাঙচুর, সম্পত্তি নষ্ট এবং পুলিশের দিকে পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে।

বেসরকারি উৎপাদন ইউনিটে কর্মরত শ্রমিকদের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের জেরে নয়ডা লিংক রোডে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে চিল্লা বর্ডার থেকে আসা রাস্তায় অবরোধের কারণে দিল্লি থেকে নয়ডাগামী যান চলাচল দীর্ঘ সময় ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

আইএএনএস-কে শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন একই সংস্থায় কাজ করেও তাঁদের বেতন বাড়েনি। এক শ্রমিক বলেন, "পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি, এখনও মাসে প্রায় ১২ হাজার টাকা পাই। বেতন বাড়ানোর কথা বললে চাকরি ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়।"

অন্য এক শ্রমিক বলেন, "যারা ৫০ হাজার টাকা রোজগার করে, তারাও ২০০ টাকা কেজি দরে তেল কিনছে, আমরাও সেই দামে কিনি। আমাদের জন্য কি আলাদা বাজার আছে?" তিনি জানান, শুধুমাত্র ঘর ভাড়াতেই মাসে প্রায় ৫ হাজার টাকা খরচ হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, প্রতি বছর বাড়িভাড়া বাড়লেও বেতন অপরিবর্তিত থাকে। ফলে সংসার চালানো, রেশন, সন্তানের পড়াশোনার খরচ সামলানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ন্যূনতম মাসিক বেতন ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা করা হোক। এক মহিলা শ্রমিক জানান, তাঁর মূল বেতন ১২ হাজার টাকা, ওভারটাইম করলে তা ১৪-১৫ হাজারে পৌঁছায়, যা পর্যাপ্ত নয়। ওভারটাইম সংক্রান্ত বিষয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি, ওভারটাইমের জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে হবে। বহু শ্রমিক পাঁচ-ছয় বছর ধরে টিভি উৎপাদন ইউনিটে কাজ করলেও তাঁদের বেতন এখনও ১২ হাজার টাকার আশেপাশেই রয়েছে বলে অভিযোগ।

বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে এবং পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন নিরাপত্তা জোরদার করেছে।

এদিকে জেলা শাসক মেধা রূপম জানান, শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শিল্প ইউনিটগুলির সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে এবং কিছু নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওভারটাইমের জন্য দ্বিগুণ মজুরি দেওয়া হবে এবং সাপ্তাহিক ছুটি বাধ্যতামূলক করা হবে। যদি কোনও শ্রমিককে ছুটির দিনে কাজ করতে হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ হারে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এছাড়াও, নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত শ্রমিককে বোনাস দেওয়া হবে, যা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে।

তবে এই আশ্বাসের পরেও শ্রমিকরা তাঁদের মূল দাবিউল্লেখযোগ্য বেতন বৃদ্ধিথেকে সরে আসতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, বেতন না বাড়লে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা অসম্ভব।

AFFIDAVIT

আমি **Smt. SANDHYA RANI DEBNATH** স্বামী-প্রয়াত সঞ্জিত কৃষ্ণ দেবনাথ, বাসিন্দা- টাউন ইন্দ্রনগর, ধলেশ্বর রোড নং ৩, ডাকঘর- ধলেশ্বর, থানা- পূর্ব আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০৭, বয়স প্রায় ৫৬ বছর, ধর্মে হিন্দু, পেশায় গৃহিণী, ভারতবর্ষের একজন নাগরিক এই মর্মে সশপথে নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রদান করছি যে:-

আমার কিছু প্রাসঙ্গিক নথিপত্রে আমার নাম "**SANDHYA RANI DEBNATH**" হিসেবে লেখা ও লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার কিছু অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্রে, বিশেষ করে আমার পুত্র দীপঙ্কর দেবনাথের মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড ও বিদ্যালয়ের শংসাপত্রে, আমার নাম "**SANDHYA DEBNATH**" হিসেবে লেখা ও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে "**SANDHYA RANI DEBNATH**" এবং "SANDHYA DEBNATH", স্বামী-প্রয়াত সঞ্জিত কৃষ্ণ দেবনাথ উভয় নামেই আমি একই ব্যক্তি এবং অভিন্ন। এই মর্মে এফিডেভিড ক্রমিক নম্বর 41/Apr তারিখ ০৮-০৪-২০২৬ আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরায় নোটারি পাবলিকের সম্মুখে এই হলফনামায় স্বাক্ষর করলাম।

খেলাধুলায় বাড়ছে মহিলাদের অংশগ্রহণ রাজনাথ সিং

লখনউ, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): দেশে খেলাধুলায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে বলে জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার লখনউয়ে 'এমপি খেল মহাকুম্ভ'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ উত্তরপ্রদেশ তথা লখনউয়ের ক্রীড়া সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

তিনি বলেন, "লখনউ সবসময়ই সমৃদ্ধ ক্রীড়া সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। এই সংস্কৃতিকে আরও বিকশিত করার লক্ষ্যেই এমপি খেল মহাকুম্ভের সূচনা হয়েছে।" শহরে ক্রীড়া পরিকাঠামো আরও সম্প্রসারণের ওপর জোর দিয়ে তিনি জানান, এখন গ্রামাঞ্চল এবং প্রত্যন্ত এলাকাতেও আধুনিক ক্রীড়া সুবিধা তৈরি করা হচ্ছে। উন্নত মানের মাঠ, স্টেডিয়াম এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশে ক্রীড়া প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

'খেলো ইন্ডিয়া' কর্মসূচির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কন্যাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, যা অত্যন্ত উৎসাহজনক। দেশের বিভিন্ন শহরে 'খেলো ইন্ডিয়া উইমেন্স লিগ' অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেখানে মহিলাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ তিনি জানান, টানা দ্বিতীয় বছর লখনউয়ে এই খেল মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে হাজার হাজার যুবক-যুবতী বিভিন্ন খেলায় অংশ নিয়েছে।

সরকার ইতিমধ্যেই খেলাধুলার পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে আরও বেশি খেলোয়াড় এখন খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন।

গত এক দশকে ভারতে ক্রীড়াক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর মতে, এই পরিবর্তন শুধু ভারতকে ক্রীড়াশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে না, বরং সমাজে ক্ষমতায়নের নতুন দিকও উন্মোচন করছে।

জাতীয় শিক্ষা নীতিতে খেলাধুলাকে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি দেশের প্রথম ন্যাশনাল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও উন্নতি ঘটাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

তিনি আরও জানান, 'খেলো ইন্ডিয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে গাটকা, মল্লখম্ভ, থাং-টা, কলারিপায়ট্টু এবং যোগাসনের মতো ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলিরও মর্যাদা পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং এগুলির প্রসারে বৃত্তিও প্রদান করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়াদের ভোটাধিকার ফেরানো হবে: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার পর যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী।

সোমবার নদিয়ার করিমপুরে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন করা হবে।

তিনি বলেন, "যথাযথ নথি থাকা সত্ত্বেও অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, সরাসরি ভোট দিন মমতা ব্যানার্জী-কে। ৪ মে তাঁর সরকার গঠন হবে, তারপর এক মাসের মধ্যে সকলের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবেএটাই আমাদের শপথ।"

তিনি আরও জানান, এই প্রতিশ্রুতি তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহারে না থাকলেও দল এটি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "ওরা এনআরসি করার কথা বলেছিল, আমরা তা হতে দিইনি। বিজেপি মানে ডিটেনশন, তৃণমূল মানে কোনও টেনশন নয়।"

রানাঘাটের আরেকটি সভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। "যাঁদের ভোটে জিতে এসেছিল, তাঁদেরই ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে," দাবি তাঁর।

তিনি আরও বলেন, তৃণমূল সরকার বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানুষদেরও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও আবাসনের সুবিধা দিচ্ছে, ফলে মানুষ বুঝতে পারছে তারা প্রতারিত হয়েছে।

এদিন একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, বাঙালির সংস্কৃতির উপর আঘাত হানা হচ্ছে এবং মাছ-মাংস খাওয়া নিয়েও মানুষকে টার্গেট করা হচ্ছে।তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে তিনি সতর্ক করেন, "বিজেপি ভাবছে টাকা বন্ধ করে মানুষকে শাস্তি দেবে। কিন্তু ৪ মে বাঙালিরাই দেখিয়ে দেবে শাস্তি কাকে বলে। ভোটের দিন লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করবে।"

বেঙ্গল ভোটে হিংসামুক্ত বার্তা দিতে 'দিল'-এর গানকে হাতিয়ার করল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল(আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হিংসামুক্ত, অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের বার্তা ছড়িয়ে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল ভারত নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। বলিউডের জনপ্রিয় ছবি দিল-এর একটি সুপারহিট গানকে এবার ব্যবহার করা হচ্ছে সচেতনতা বার্তায়।আমির খান ও মাধুরী দীক্ষিত অভিনীত "হাম পেয়ার করনে ওয়ালে দুনিয়া সে না ডরনে ওয়ালে" গানটি এই প্রচারের মূল আকর্ষণ। ১৯৯০ সালের জুনে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটিতে অনুপম খের ও সাঈদ জাফরি-ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন।দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা এলাকা-র জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও) এই গানটি এক্স-এ পোস্ট করেছেন। বার্তাটি স্পষ্টযেমন ছবির প্রেমিক-প্রেমিকারা সমাজ বা বিশ্বের ভয় পান না, তেমনই কমিশনও সমালোচনার তোয়াক্কা না করে হিংসামুক্ত নির্বাচন করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ভিডিও-সহ প্রকাশিত বার্তায় ডিইও সতর্ক করেছেন সমাজবিরোধী উপাদানদের। সেখানে বলা হয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করলে নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা ব্যবস্থার "জ্বালা-যন্ত্রণা সামলাতে মলম প্রস্তুত রাখুন।"বার্তায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, "সমস্ত মা, কাকা, বোন ও ভাইদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"কমিশনের তরফে ছয়টি প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে কোনও হিংসা নয়, কোনও ভয় দেখানো নয়, কোনও প্রলোভন নয়, ছাপ্পা ভোট নয়, বুথ দখল নয়, ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও বাধা নয়।যদিও সোশ্যাল মিডিয়ার বার্তায় কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ করা হয়নি, রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই বার্তার ইঙ্গিত রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস-এর দিকেই, কারণ নির্বাচন সংক্রান্তবিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে কমিশনের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের মতবিরোধ রয়েছে।

বিহারে 'ফির সে নীতীশ' পোস্টার সরাল জেডিইউ জোর জল্পনা ক্ষমতা বদলের

পাটনা, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): এনডিএ শিবিরে টানা বৈঠকের আবহে বিহারের রাজনীতিতে বড়সড় ইঙ্গিত মিলল। জেডিইউ কার্যালয়ের বাইরে থেকে সরিয়ে ফেলা হল '২০২৫ থেকে ২০৩০ফির সে নীতীশ' স্লোগান-সহ সমস্ত পোস্টার।

এই স্লোগানকে সামনে রেখেই নির্বাচনে লড়েছিল জোট, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতীশ কুমার-এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। পোস্টার সরানোর পর দলীয় কার্যালয়ের বাইরে নেমে এসেছে অস্বাভাবিক নীরবতা, যা রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

প্রায় দুই দশক ধরে বিহারের ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা নীতীশ কুমার-এর পদত্যাগের জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। মাত্র চার মাস আগে গঠিত সরকারে এমন সম্ভাব্য পরিবর্তন রাজ্যের রাজনীতিতে বড় মোড় আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন জেডিইউ-এর জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং (লালন সিং), জামা খান এবং বিজেন্দ্র যাদব। প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠকে নতুন সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।সূত্রের আরও দাবি, মঙ্গলবার জেডিইউ বিধায়ক দলীয় বৈঠক ডাকা হতে পারে, যেখানে ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণ করা হবে।

রাজনৈতিক মহলে আরেকটি বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে নিশান্ত কুমার-কে সক্রিয় রাজনীতিতে আনার সম্ভাবনা। দলের একাংশ তাঁকে সরকার বা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে। এর আগে তাঁকে দলের সদস্যপদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

সব মিলিয়ে, বিহারে ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। পোস্টার অপসারণ থেকে শুরু করে একের পর এক বৈঠকসবকিছুই বড় সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখন নজর আগামী ৪৮ ঘণ্টার দিকে, যখন স্পষ্ট হবে বিহারের ক্ষমতার রাশ শেষ পর্যন্ত কার হাতে যাচ্ছে।

শিক্ষা দপ্তরের দ্বারস্থ শ্রমজীবী নারী সমন্বয় কমিটির ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত? দৃষ্টিশক্তি অবধি হারাতে হতে পারে

ডায়াবেটিসের প্রকোপ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ডাইবেটিজনিত জটিলতা। ডায়াবেটিস সম্পর্কে এখন কমবেশি পরিচিত সবাই। তবে ডায়াবেটিস যে মৃত্যুঝুঁকি পর্যন্ত বাড়ায় তা অনেকেরই অজানা। অথচ জীবনযাপনে কিছু পরিবর্তন আনলেই ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

মূলত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস হয়। আপনি যদি হাই ব্লাড সুগার বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন তাহলে আপনার অজান্তেই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আর আপনি টেরও পাচ্ছেন না। শরীরে ডায়াবেটিস বাসা বাঁধলে অনেকসময় প্রথমেই তার লক্ষণ ফুটে ওঠে না ফলে বিপদ আরও বাড়ে। আবার অনেকসময় ডায়াবেটিসের লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায়। জেনে নিন, ডায়াবেটিস হলে কোন লক্ষণ গুলি দেখা যায় এবং তাতে শরীরের কোন অঙ্গ গুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

চোখ: ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে সবার আগে ক্ষতিগ্রস্থ হয় চোখ। ডায়েবেটিস রেটিনোপ্যাথি চোখের অন্যতম গুরুতর একটি সমস্যা। এছাড়াও ডায়াবেটিসের কারণে কনজাংটিভার ক্ষতি হয়। অতিরিক্ত ডায়াবেটিস দৃষ্টিশক্তির উপর প্রভাব ফেলে। চোখে ছানির কারণও কিন্তু এই ডায়াবেটিস। এমনকি জুভেনাইল ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের খুব অল্প বয়সেই চোখে ছানি পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম থেকে কড়া হাতে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ না করলে পরে দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারাতে হতে পারে।

হার্ট: অত্যধিক ডায়াবেটিস সরাসরি আমাদের হৃদপিণ্ডের ক্ষতি করে। যে কোনও ধরণের হার্টের সমস্যার অন্যতম কারণ হল এই ডায়াবেটিস। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে তা সরাসরি রক্তনালীর ক্ষতি করে। রক্তনালীই আমাদের মস্তিস্ক ও হার্টে অক্সিজেনের যোগান দেয়। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার প্রভাব পরে হার্টের উপর। এতে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কিডনি: কিডনিকে বলা হয় 'সাইলেন্ট কিলার।' কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ হলে আপনার অজান্তেই সে যে একাধিক বিপদ ডেকে আনছে আপনি তা আঁচও করতে পারবেন না। আর ডায়াবেটিসের প্রভাব কিন্তু কিডনির উপরও পরে। অত্যধিক ডায়াবেটিসের ফলে ডায়াবেটিক কিডনি রোগের মতো জটিল রোগ দেখা দেয়।

পা:

ডায়াবেটিসের ফলে রক্তসঞ্চালনে প্রভাব পরে। ফলে অনেকসময়ই পায়ের বিভিন্ন অংশ ফুলে যায়। এটিকে আমরা সাধারণ সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যাই। এতেই বিপদ বাড়ে। কারণ অনিয়ন্ত্রত ডায়াবেটিসের কারণেই এই ধরণের সমস্যা হয়। এছাড়াও ডায়াবেটিস স্নায়ুর ক্ষতি হয় বলে অনেকসময় পা অবশ হয়ে আসে এবং সেই সঙ্গেই পায়ে কোনোও ব্যথা বা কিছু অনুভূতি থাকে না এটিও ডায়াবেটিসেরই লক্ষণ।

যে সব সাধারণ লক্ষণ দেখলে সতর্ক হতে হবে:

১. ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া
২. খিদে বেড়ে যাওয়া
৩.দুর্বল লাগা
৪. মিষ্টিজাতীয় খাবারের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া এই

প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

নীল ষষ্ঠীর উপবাস সেরে দুপুরে বানিয়ে নিন শ্যামা চালের খিচুড়ি

চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন পালন করা হয় নীল ষষ্ঠী। বাংলার লোকায়ত ধর্মীয় উতসবগুলির অন্যতম হল এই নীলষষ্ঠী। সন্তানের মঙ্গল কামনা করে এদিন নির্জলা উপবাস পালন করেন বাংলার মায়ের। এই ষষ্ঠীর নাম নীল হলেও মূলত মহাদেবের আরাধনা করা হয়। সকাল থেকে উপবাসে থেকে পুজো দিয়ে তবেই জল খান মায়েরা।

সন্তানবতী মায়েরা সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা এই ব্রত পবালন করেন বলে নীল ষষ্ঠীর সঙ্গে প্রচলিত কথা হল — 'নীলের ঘরে দিয়ে বাতি, জল খাওগো পুত্রবতী।' এদিন বেল, আম দিয়ে পুজো দেওয়ার রীতি রয়েছে। এই দিন থেকে গ্রাম বাংলায় চড়ক পুজো শুরু হয়। অনেক জায়গাতে মেলাও বসে। বলা হয় এই ষষ্ঠীর দিনে নীলাবতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ হয়েছিল। আর তাই বিশেষ এই দিনটিকে নীলষষ্ঠীও বলা হয়। এমনও শোনা যায় যে এই ষষ্ঠীর ব্রত রেখে এক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করেছিলেন। সেখান থেকেও নীলের উপোসের প্রচলন হয়েছে। নীলের উপোসের আগের দিনেও কোনও রকম আমিষ খাওয়া চলে না। এই দিনটিকে বলা হয়ে নীলাম। শিবের মাথা জল ঢেলে এসে অনেকেই সাবুমাখা খান। কেউ খান শাবুর খিচুড়ি। তবে এই সাবু থেকে অ্যাসিড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার দুধ, কলা দিয়ে অনেকেই সাবু মেখে খেতে পারেন না। আর তাই বাড়িতে শ্যামা চাল দিয়ে খিচুড়ি বানিয়ে খেতে পারেন। এদিন চালের জিনিস অনেকেই মুখে তোলেন না। পরিবর্তে ডালিয়া খান। ডালিয়া আবার কিছুজনের সহ্যও হয় না। সেক্ষেত্রে ভাল অপশন হল এই শ্যামা চাল। মূলত মিলেটের থেকে কৈরি হয়। এই চালকে কাওন চালও বলা হয়।

শ্যামা চাল এককাপ নিয়ে ভাল করে আগে শুকনো কড়াইতে নেড়ে নিতে হবে। এবার তা ভিজিয়ে রাখুন জলে। মুগ ডালও শুকনো কড়াইতে নেড়ে নিয়ে গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ফুলকপি আর আলু বড় বড় করে কেটে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে প্রথমে আলু ভেজে তুলে রাখুন। একে একে ফুলকপি আর গাজর ভেজে নিন। এবার ওই সরষের তেলে গোটা জিরে, হিং আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে প্রথমে ডাল দিন। এবার চাল দিয়ে কষিয়ে স্বাদমতো নুন, হলুদ, জিরে গুঁড়ো আর শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। এবার ভেজে রাখা সবজি গুলো দিয়ে জল মিশিয়ে দিন। ফুটে এলে স্বাদমতো চিনি ছড়িয়ে, ভাজা মশলার গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা চেরা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

সারা রাত ভিজিয়ে রেখে সকালে খান এই ৬ সুপারফুড

শরীরের সার্বিক উন্নতিতে ডায়েটের ভূমিকা বিরাট। খাদ্যাভ্যাসে ছোট্ট কিছু পরিবর্তন একজন ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থ্যে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে সক্ষম। বিশেষ করে সকালবেলা হল এই ধরনের পার্থক্য গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। কারণ সকালেবলাতেই আমাদের মেটাবলিজম সবচাইতে বেশি হয়। অতএব আমাদের সকলের উচিত সকালবেলাটা পুষ্টিকরভাবে শুরু করা। আমাদের মধ্যে অনেকেই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতির সম্মুখীন হন যা একাধিক গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- আয়রন, ফোলেট এবং ভিটামিন বি১২, ভিটামিন এ-এর অভাবে দেখা দিতে পারে রক্তাল্পতার সমস্যা। ভিটামিন ডি-এর অভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের রক্তে দেখা দিতে পারে ক্যালশিয়ামে ঘাটতি। হতে পারে রিকেট, হাড় নরম হয়ে যাওয়ার সমস্যা। এই ধরনের সমস্যার সমাধান হতে পারে ভিজিয়ে রাখা বাদামজাতীয় খাদ্য। প্রশ্ন হল কী খাবেন?

কাজুবাদাম, আখরোট, এবং চিনাবাদাম হল বি-ভিটামিন, ফোলেট এবং ভিটামিন ই-এর দুর্দান্ত উত। এই ক্ষুদ্র সুপারফুড নিয়মিত খেলে জীবনের অপর নাম হয়ে উঠবে সুস্বাস্থ্য! স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাদামগুলি সারারাত ভিজিয়ে রাখলে বাদামের পুষ্টিগুণগুলি শরীর দ্বারা আরও ভালোভাবে শোষিত হয়। তাছাড়া সারারাত বাদাম ভিজিয়ে রাখলে বাদামের ফাইটিক অ্যাসিড দূর হয়। মনে রাখতে হবে বদহজমের কারণ হতে পারে এই ফাইটিক অ্যাসিড। এই কারণে বাদাম ভিজিয়ে রেখে খেলে হজম ক্ষমতা আরও উন্নত করে এবং বাদাম আরও স্বাদু হয়ে ওঠে। দেখা যাক বাদাম সহ আর কোন কোন খাদ্য সারা রাত ভিজিয়ে রেখে খাওয়া যায় এবং খেলে কী কী উন্নতি হয়। পিসিওএস, ব্রণ উপশম: সকালে উঠে ভিজিয়ে রাখা বাদাম খেলে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, ব্রণর সমস্যা হ্রাস করতে ও দূরে রাখতে পারে। এছাড়া নিয়মিত ভিজিয়ে রাখা বাদাম খেলে ত্বকও হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ৫ থেকে ৭টি বাদাম সারারাত ভিজিয়ে রাখুন, সকালে খোসা ছাড়ুন এবং প্রতিদিন খান।

পিরিয়ডের সমস্যা: পিরিয়ডের ব্যথা ও অনিয়মিত পিরিয়ডের জন্য ৬ থেকে ৮টি কিশমিশ ও ২টি কেশর সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে ওই কিসমিশ ও কেশর খাওয়া যেতে পারে। চুল পড়ার সমস্যা: চুল ঝরা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য কালো কিশমিশ সারারাত ভিজিয়ে রাখুন এবং পরদিন সকালে সেবন করুন। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে: সারারাত ধরে দু''টি আখরোট ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। বাচ্চাদের পড়াশোনার উন্নতির জন্য আখরোটের কোনও বিকল্প নেই।

তীব্র গরমে শরীর চাঙ্গা রাখবে তরমুজ

গরমে শরীর চাঙ্গা রাখতে রসালো ফলমূল আর ঠান্ডা পানীয়ের দিকে ঝোঁকেন সবাই। এ সময়ে অনেকেরই প্রথম পছন্দ তরমুজ। এই ফল শরীর ঠান্ডাও করে, আবার শরীরে জলের চাহিদাও মেটায়। তরমুজে ৯২ শতাংশই জল, যা সহজেই গরমকালে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা মেটাতে পারে।

গরমে ঘেমে নেয়ে লাল টকটকে কয়েক ফালি তরমুজ কিংবা তরমুজের রস খেলেই চাঙ্গা হয়ে যায় শরীর।

কিন্তু শুধুই কি শরীরের আর্দতা ধরে রাখার জন্য এই ফল খাওয়া হয়? তা কিন্তু নয়। এই ফল খাওয়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, এই রসালো ফলের উপকারিতা এবং তরমুজ খাওয়ার বিভিন্ন উপায় -

তরমুজ খাওয়ার উপকারিতা

শরীর হাইড্রেট রাখে - তরমুজ শরীর ঠান্ডা করে এবং শরীরকে হাইড্রেট রাখতেও সাহায্য করে। এই ফলের বেশিরভাগটাই জল। এতে পটাশিয়ামের মতো ইলেক্ট্রোলাইটও রয়েছে। যে কারণে তরমুজ খেলে শরীরে জলের অভাব দূর হয়।

হজমে সাহায্য করে - তরমুজে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা ভালো হজম এবং নিয়মিত মলত্যাগে সহায়তা করে। তাছাড়া, ফাইবার দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, যে কারণে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ - এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ রয়েছে। ভিটামিন এ, বি ৬, সি রয়েছে ভরপুর। আর এই সব গুণই ত্বক ও চোখ সুস্থ রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। তরমুজ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

ক্যালোরি খুব কম - তরমুজে ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম। যে কারণে এই ফল প্রায় সকলের জন্যই স্বাস্থ্যকর। বিশেষত, যারা ওজন কমাতে চান, তাদের জন্য খুবই উপকারী তরমুজ।

হার্ট ভালো রাখে - তরমুজে থাকা লাইকোপিন হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। তরমুজে সাইট্রুলিনও রয়েছে, এটি এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

ক্যান্সার প্রতিরোধ করে - তরমুজে উপস্থিত সব অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট কোষের ক্ষয় আটকায় এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

তরমুজ খাওয়ার বিভিন্ন উপায়

তরমুজ স্মুদি - গরমে স্বস্তি পেতে তরমুজের স্মুদি কিংবা জুস বানিয়ে খেতে পারেন। তরমুজের ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাশাপাশি, এই স্মুদিতে থাকা টক দই প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ। যে কারণে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর একটি পানীয় এটি। এছাড়া, মিক্সিতে কয়েক টুকরো তরমুজ, পাতিলেবুর রস, পুদিনা পাতা এবং বরফ একসঙ্গে ব্লেন্ড করেও পানীয় বানাতে পারেন।

তরমুজ স্যালাড - তরমুজ শুধু ফল হিসেবেও খেতে পারেন। আবার তরমুজের স্যালাড তৈরি করেও খেতে পারেন। একটি বাটিতে শসা, ফেটা চিজ, পুদিনা পাতা, টুকরো করে কাটা তরমুজ মিশিয়ে নিন। এর সঙ্গে পাতিলেবুর রস, লাইম জেস্ট, অলিভ অয়েল, স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে নেবেন। ব্যস তাহলেই তৈরি তরমুজের স্যালাড!

তরমুজের শরবত - প্রবল গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে তরমুজের শরবত বানিয়ে খান। দোকানের প্যাকেটজাত শরবতে মেশানো থাকে প্রচুর পরিমাণে চিনি। ফলে বাড়িতে নিজের মতো করে তরমুজের শরবত তৈরি করে খান।

আলুর খোসা সুস্থ রাখবে হার্ট, নিয়ন্ত্রণে থাকবে রক্তচাপ

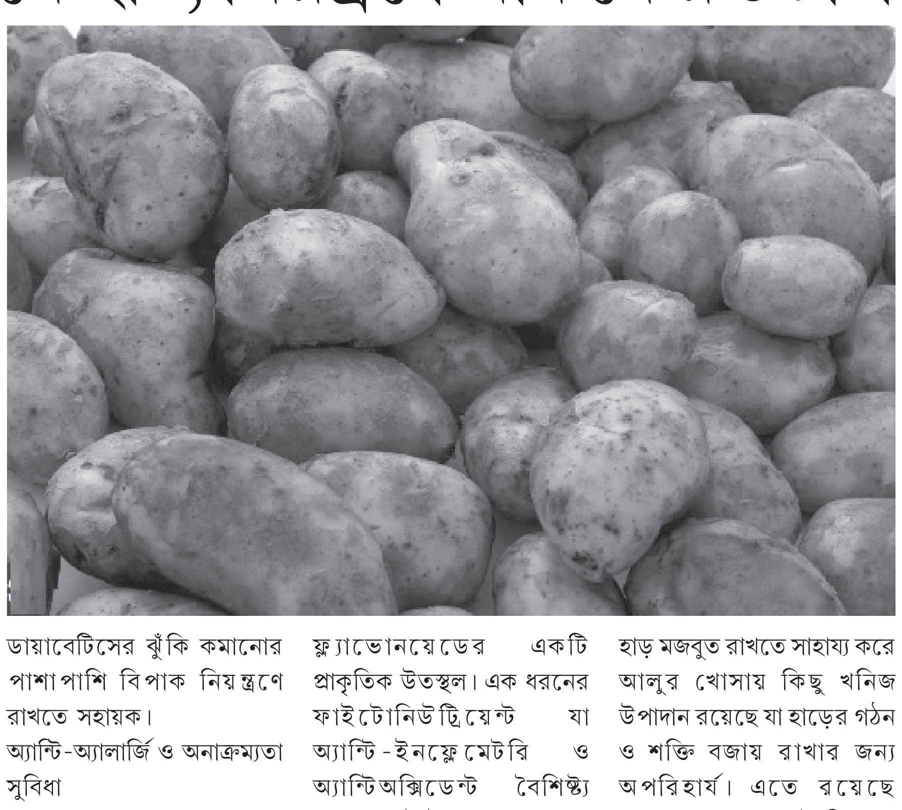

বিশ্বের সব রান্নাতেই আলু একটি অতিসাধারণ সবজি। সারা বছর এই জনপ্রিয় সবজির কদর করা হয়। সস্তায় পুষ্টিকর খাবার হিসেবে আলুর রয়েছে বহুগুণ। কিন্তু সাধারণের দাবি, বেশি আলু খেলে নাকি ব্লাড সুগার ধরা পড়ে। চিকিতকদের মতে, আলু খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী।

শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে আলু খাওয়াই কিন্তু মূল কারণ নয়। সেদ্ধ, তরকারি, গ্রিলড, ফ্রায়েড, যে কোনওভাবেই আলু খাওয়া যায়। তবে অনেকেই জানেন না যে শুধু আলুই নয়, আলুর খোসাও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আলুর চেয়েও এই খোসাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন, খনিজ, ভিটামিন ও ফাইটোকেমিক্যাল।

আলুর খোসা ও উপকারিতা

আলুর খোসা হল পটাশিয়ামের একটি বড় উত। ভেষজ উপায়ে যদি আলু খেতে চান তাহলে পাতে অবশ্যই আলুর খোসা রাখুন। আলুর খোসা শরীরের বিপাকতন্ত্রকে স্বাভাবিক রাখতে ও হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। এতে রয়েছেপর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন, যা লাল রক্তকণিকার কার্যকারিতাকে মজবুত করতে সাহায্য করে।

আলুর খোসায় রয়েছে ভিটামিন বি ৩ এর একটি ভাল উত। এই উপাদান শরীরের কোষগুলিকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগান দিতে কার্যকর। এছাড়া শরীর কোষকে শারীরবৃত্তীয় চাপ থেকে পুনরুদ্ধার করতেও সাহায্য করে। একটি আলুর খোসায় রয়েছে আলুর তুলনায় বেশি ফাইবার। যা কোলন ক্যানসার, হৃদরোগ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি বিপাক নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক।

অ্যান্টি-অ্যালার্জি ও অনাক্রম্যতা সুবিধা

আলুর খোসা হল ফ্ল্যাভোনয়েডের একটি প্রাকৃতিক উতস্থল। এক ধরনের ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট যা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই উপাদানের মাধ্যমে শরীরকে সংক্রমণ এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে

আলুর চামড়া বা খোসাও হার্টকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। জৈব আলুর খোসা খেলে স্বাভাবিক থাকে রক্তচাপ। এছাড়া এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে।

ত্বকের যত্নে আলুর খোসা ত্বকের যে কোনও সমস্যায় আলুর খোসা খুব ভালো। ডার্ক সার্কেল থেকে পরিত্রাণ পেতে, ঝকঝকে পরিষ্কার করতে, ফর্সাভাব আনতে, ব্রণ, ব্ল্যাকহেডস ও হোয়াইটহেডসের চিকিতা করতে, অতিরিক্ত তেল কমাতে ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকের যত্নের জন্য আলুর রসের মধ্যে তুলোর বলের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। ১৫-২০ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করার পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

হাড় মজবুত রাখতে সাহায্য করে আলুর খোসায় কিছু খনিজ উপাদান রয়েছে যা হাড়ের গঠন ও শক্তি বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। এতে রয়েছে আয়রন, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, কপার এবং জিঙ্ক। শরীরের প্রায় ৫০-৬০ ম্যাগনেসিয়াম হাড়ের মধ্যে থাকে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের বিশেষজ্ঞদের মতে, আলুর খোসা নিয়মিত খেলে হাড় থাকে মজবুত। এছাড়া মেনোপজের পরে মহিলাদের অস্টিওপরোসিসের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে।

চুলের যত্নে আলুর খোসা চকচকে ও মসৃণ চুল পেতে ও চুলের গ্রোথ বৃদ্ধিতে আলুর খোসা ব্যবহার করতে পারেন। আলুর খোসার রস মাথার ত্বকে লাগানোর পর ৫ থেকে ১০ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন। এপর আলতো ছোঁয়ায় ম্যাসাজ করুন। এরপর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)

কাঁচা আম দিয়ে বানিয়ে নিন মুসুর ডাল

কাঁচা আম দিয়ে বানিয়ে নিন মুসুর ডাল যে হারে এখন গরম বেড়েছে তাতে খাওয়া-দাওয়া ঠিক না রাখলেই বিপদ। এই গরমে যত বেশি হালকা খাবার খাওয়া যায়, ততই ভাল। এই গরমে অতিরিক্ত মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। তেলে ভাজাভুজি খাবার এই গরমে না খাওয়াই ভাল। বরং, এমন খাবার খান, যা আপনার শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে। যে খাবার খেলে এই তাপপ্রবাহের মধ্যেও আপনার শরীর ঠান্ডা থাকবে।

সাধারণত পুষ্টিবিদেরা জল যুক্ত খাবার সাজেস্ট করেন। প্রচুর পরিমাণে জল পানের সঙ্গে জোর দেওয়া হল ফলের রস, জ্যুস, শরবত ইত্যাদির উপর। কিন্তু আমাদের বাঙালিদের এমন কিছু ঐতিহ্যবাহী খাবার রয়েছে, যা এই গরমের আবহাওয়ার জন্য অমৃত। বাঙালি খাবারই গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে পারে। তেমনই একটি পদ হল টকের ডাল।

ডাল-ভাত-তরকারি রোজের খাবার। এই খাবারে যে পরিমাণে পুষ্টি পাওয়া যায়, তা অনেক পদেই নেই। রোজের ডাল ভাত তো খান, শুধু ডাল তৈরির সময় কাঁচা আম মিশিয়ে নিন। এই গরমে টকের ডাল দারুণ উপকারী। বাঙালিদের এই টকের ডাল বহু পুরনো রেসিপি। কেউ কেউ আম দিয়ে মুগের ডাল খান। আবার কারও পছন্দ আমড়ার তৈরি ডাল। তবে, সবচেয়ে সহজ ও সুস্বাদু হল কাঁচা আম দিয়ে মুসুর ডাল।

কাঁচা আম দিয়ে মুসুর ডাল তৈরি করার পদ্ধতি- উপকরণ: ১ কাপ মুসুর ডাল, ১ টা কাঁচা আম, ২টো শুকনো লঙ্কা, ১ চা চামচ গোটা সর্ষে, স্বাদ অনুযায়ী নুন ও চিনি, ১ চা চামচ হলুদ, ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল আর ২টো কাঁচা লঙ্কা।

পদ্ধতি: প্রথমে ডালটা ধুয়ে নিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। কমপক্ষে ৩-৪ ঘণ্টা জলে ডালটা ভিজিয়ে রাখবেন। এতে ডাল ভাল সেদ্ধ হয় এবং এর পুষ্টিগুণও বজায় থাকে। এরপর ডালটা প্রেশার কুকারে দিয়ে সেদ্ধ করে নিন।

কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করুন। এবার এতে শুকনো লঙ্কা, গোটা সর্ষে ফোড়ন দিন। এবার সেদ্ধ করা রাখা ডালটা এতে দিয়ে দিন। এবার এতে হলুদ, নুন, চিনি ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন। পরিমাণ মতো জল দেবেন। এবার এতে কাঁচা আম টুকরো করে দিয়ে দিন। আম সেদ্ধ হওয়া অবধি ভাল করে ডালটা ফুটিয়ে নিন। আম সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে টকের ডাল। দুপুরবেলা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন টকের ডাল।

12-04-26.pmd 2
13-04-2026, 23:45

ভারত-ইইউ সম্পর্কের 'ইতিবাচক গতি' বজায় রাখার উপর জোর, জয়শঙ্কর-ওয়েবার বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্কের ইতিবাচক গতি বজায় রাখা এবং দ্রুত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুমোদনের ওপর জোর দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ম্যানফ্রেড ওয়েবার।

সোমবার নয়াদিল্লিতে ইউরোপীয় পিপলস পার্টির সভাপতি ও ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য মানফ্রেড ওয়েবারের সঙ্গে বৈঠকের পর জয়শঙ্কর জানান, "আমাদের সম্পর্কের ইতিবাচক গতি বজায় রাখা এবং ভারত-ইইউ এফটিএ দ্রুত কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি।"

চলতি বছরের শুরুতেই ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ২৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৬তম ভারত-ইইউ সম্মেলনে এই আলোচনা চূড়ান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেয়েন এই চুক্তিকে "ঐতিহাসিক মাইলফলক" হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

গত মাসে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য অ্যাঞ্জেলিকা নিবলার-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গেও বৈঠক করেন জয়শঙ্কর, যেখানে ভারত-ইইউ সম্পর্কের নতুন অধ্যায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মার্চ মাসে ব্রাসেলস সফরেও এস. জয়শঙ্কর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন নেতা ও বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা ও সংযোগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, এফটিএ কার্যকর হলে তা ভারত-ইইউ সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দেবে এবং উভয় পক্ষের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে। পাশাপাশি সরবরাহ শৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করা এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক গভীর করার ক্ষেত্রেও এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।এছাড়াও নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করা এবং 'সিকিউরিটি অফ ইনফরমেশন' চুক্তি দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়েও উভয় পক্ষ গুরুত্ব দিয়েছে।

প্যারিসে ফরাসি বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা মিশ্রির

প্যারিস, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি।

সোমবার প্যারিসে ফ্রান্সের ইউরোপ ও বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারোট-এর সঙ্গে এই বৈঠক হয়। আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতিও উঠে আসে।

ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৈঠকে প্রতিরক্ষা, অসামরিক পরমাণু শক্তি, মহাকাশ, সাইবার ও ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), উদ্ভাবন এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এই বৈঠক এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর পশ্চিম এশিয়ায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তিনি রবিবার প্যারিসে পৌঁছান ভারত-ফ্রান্স ফরেন অফিস কনসালটেশনে অংশ নিতে। এই সফরটি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-এর ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত সফরের পরবর্তী ধারাবাহিক উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক যোগাযোগের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, মিশ্রি ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রকের সেক্রেটারি জেনারেল মার্টিন ব্রিয়াঁ-র সঙ্গে যৌথভাবে এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।ফ্রান্স সফর শেষে তিনি জার্মানিতেও যাবেন, যেখানে জার্মান বিদেশ দফতরের স্টেট সেক্রেটারি গেজা আন্দ্রেয়াস ভন গেয়ারের সঙ্গে একই ধরনের বৈঠকে অংশ নেবেন।

এই সফরকে ভারত-ইউরোপ সম্পর্ক আরও জোরদার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO :01/EE/DWS-I/2026-27

Separate sealed tenders are invited for Hiring of vehicle.
Last date of submission of Application :- Up to 4.00pm. on 17-04-2026

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money
1	01/EE/DWS-I/2026-27	4,45,300.00	8,906.00
2	02/EE/DWS-I/2026-27	3,69,840.00	7,397.00

Other details of NIT as well as terms and conditions of the tender can be seen in the office of the undersigned during office hours on any working day.

(For and on behalf of Governor of Tripura)

(Er. Chayan Das)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I
Agartala, Tripura (W).

ICA/C-62/26

নকশাল চক্রান্ত ভেস্তে দিল বাহিনী, ছত্তীসগড়-ওড়িশা সীমান্তে উদ্ধার বিস্ফোরক ও আইইডি সামগ্রী

রায়পুর/নুয়াপাড়া, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস) : বামপন্থী উগ্রবাদ দমনে বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। ছত্তীসগড়-ওড়িশা সীমান্ত সংলগ্ন ঘন জঙ্গল থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে সম্ভাব্য বড়সড় নকশাল হামলার ছক ভেস্তে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)-এর একটি দল, নুয়াপাড়া জেলা-র কোমনা পুলিশ ক্যাম্প থেকে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায়।

অভিযান চালানো হয় দুর্গম ধেকুনপানি জঙ্গল এলাকায়, যা সুনাবেদা অভয়ারণ্য-র সংলগ্ন। দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান এবং গরিয়াবন্দ জেলা-র নিকটবর্তী হওয়ায় এই অঞ্চল অতীতে নকশালদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হত।

তল্লাশি অভিযানে বাহিনী ৭০টি জেলাটিন স্টিক উদ্ধার করে, যা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক হিসেবে পরিচিত এবং সাধারণত আইইডি বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে তিনটি স্টিলের কন্টেনার, যা 'টিফিন বোমা' তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, এবং চার বান্ডিল বৈদ্যুতিক তার, যা রিমোট-নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয়।

অধিকারিকদের অনুমান, এই সামগ্রী ব্যবহার করে নিরাপত্তা বাহিনীর যানবাহন লক্ষ্য করে বা বড়সড় আইইডি হামলার পরিকল্পনা ছিল। সময়মতো এই উদ্ধার হওয়ায় একটি বড়সড় নাশকতার ছক ভেস্তে গেছে।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, সুনাবেদা অভয়ারণ্য ও তার সংলগ্ন জঙ্গল দীর্ঘদিন ধরেই মাওবাদীদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও সম্প্রতি এলাকাটিকে অনেকটাই মাওবাদী-মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, ফলে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজে জোর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

ঘটনার পর কোমনা পুলিশ ও সিআরপিএফ যৌথভাবে এলাকায় তল্লাশি ও টহলদারি আরও জোরদার করেছে। সীমান্তবর্তী থানাগুলিতে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে, যাতে নকশালদের পাল্টা হামলা বা নতুন কোনো ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা যায়।

সিআরপিএফের শীর্ষ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জওয়ানদের সতর্কতা ও গোয়েন্দা তথ্যের দ্রুত প্রয়োগের ফলেই এই সাফল্য এসেছে। এ ধরনের অভিযান নকশালদের লজিস্টিক শক্তিকে বড় ধাক্কা দেয়।

বালি কেন্দ্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্ক, তৃণমূলের বিরুদ্ধে এমসিসি ভঙ্গের অভিযোগ বিজেপির; তদন্তে নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল(আইএএনএস): ভারতীয় জনতা পার্টি-র অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বালি কেন্দ্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) লঙ্ঘন করেছেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে ভারত নির্বাচন কমিশন।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া জেলা-র বালি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র ভোটারদের প্রভাবিত করতে 'নাম-সংকীর্তন'-এর আয়োজন করেছেন এবং সেই অনুষ্ঠানের ব্যানারেও তাঁর নাম উল্লেখ রয়েছে।

অভিযোগ পাওয়ার পর রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত অনুমতির নথি দেখতে চান এবং আয়োজকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিংহ অভিযোগ করেন, তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করে কমিশনের নিয়মের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা দেখানো হয়েছে। তাঁর দাবি, মঞ্চের ব্যানারেও তৃণমূল প্রার্থীর নাম রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের সামিল।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, পূর্বানুমতি ছাড়া কোনও প্রার্থী ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন না। সেই প্রেক্ষিতেই কমিশনের আধিকারিকরা আয়োজকদের কাছে প্রশাসনিক অনুমতির প্রমাণ চান।

অন্যদিকে, তৃণমূলের এক নেতা জানান, তাদের প্রার্থী কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। অনুমতি না থাকলে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

কৈলাশ মিশ্রের দাবি, বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করছে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে অনুষ্ঠান বন্ধ করার চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলছে এবং এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, হাওড়ার বালি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ দ্বিতীয় দফায় আগামী ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে।

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে তেলের আমদানি ব্যাহত, অর্থনৈতিক ধাক্কায় বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল ও গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় বড়সড় অর্থনৈতিক ধাক্কার মুখে পড়েছে বাংলাদেশ। আমদানি নির্ভর জ্বালানি ব্যবস্থার কারণে বৈশ্বিক অস্থিরতার প্রভাব সরাসরি পড়ছে দেশের অর্থনীতিতে।

ঢাকার সংবাদপত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এ প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে আমদানি নির্ভর জ্বালানি ব্যবস্থার উপর ভরসা এবং নবায়নযোগ্য শক্তিতে ধীর অগ্রগতি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানির দামে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ১১৪.৮১ ডলারে পৌঁছেছে এবং সরবরাহে ব্যাঘাত অব্যাহত থাকলে আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। এলএনজি-র দামও স্পট মার্কেটে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ২৩ থেকে ২৮ ডলার প্রতি এমএমবিটিইউ হয়েছে। এর প্রভাব শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়, সার, পরিবহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই পড়ছে।

আর্থিক চাপও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক অর্থবছরে বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানি বিল ১০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ১০ থেকে ২০ ডলার বাড়লে অতিরিক্ত ৯০০ মিলিয়ন থেকে ১.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় বাড়তে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মোট আমদানি ব্যয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশই জ্বালানি খাতে খরচ হয়। ফলে জ্বালানির দামের ওঠানামা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার এবং স্থানীয় মুদ্রার ওপরও চাপ বাড়ছে।

জ্বালানির দাম বাড়লে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচও বাড়বে। ফলে সরকারকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবেবিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে, নাকি ভর্তুকি দেওয়া হবে। দাম বাড়ালে মূল্যস্ফীতি বাড়বে, আর ভর্তুকি দিলে আর্থিক চাপ বাড়বে।

এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি সংকট চলতে থাকলে চলতি হিসাবের ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা সামষ্টিক অর্থনীতি সামলানোকে কঠিন করে তুলবে।

দেশের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি কাঠামোতেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং পরিবহণসহ অন্যান্য খাতে আমদানি করা জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। দেশের জ্বালানি মজুতও খুব সীমিতকিছু ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য যথেষ্ট।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ ব্যাহত হলে জ্বালানি ঘাটতি ও রেশনিংয়ের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এই পরিস্থিতি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছে, কৌশলগত পেট্রোলিয়াম মজুতের অভাবযা অনেক আমদানি নির্ভর দেশেই সুরক্ষার জন্য রাখা হয়বাংলাদেশে এখনও গড়ে ওঠেনি।

মথুরা নৌকাডুবি: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫, নিখোঁজের খোঁজে তল্লাশি জারি

মথুরা, ১৩ এপ্রিল(আইএএনএস): মথুরা-র নৌকাডুবির ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫। যমুনা নদী থেকে আরও দুই নিখোঁজের দেহ উদ্ধার হওয়ায় এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সোমবার জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।মৃতদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা গেছে যশ ভল্লা ওরফে যুবরাজ, যিনি পঞ্জাবের বাসিন্দা। অপর মৃতার নাম মনিকা। যশ ভল্লার দেহ দেবরাহা বাবা ঘাট-এর কাছে, কেশী ঘাট সংলগ্ন এলাকায় উদ্ধার হয়।

উদ্ধারকারী দল হিসেবে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এই দেহগুলি উদ্ধার করে। পরে পুলিশ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁকে খুঁজতে ড্রোনের সাহায্যে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ভারতীয় সেনার স্ট্রাইক ওয়ান কর্পস-এর জওয়ানরাও উদ্ধারকাজে এনডিআরএফের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

গত ১০ এপ্রিল বৃন্দাবন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে, যখন পর্যটক বোঝাই একটি নৌকা যমুনায় উল্টে যায়। যাত্রীদের অধিকাংশই পঞ্জাবের লুধিয়ানা ও মুক্তসর জেলা থেকে আসা তীর্থযাত্রী ছিলেন।প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কেশী ঘাটের কাছে নৌকাটি গভীর জলে ভেসে গিয়ে কোনও বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খায়। সম্প্রতি জলস্তর বৃদ্ধির কারণে ওই এলাকায় একটি পন্টুন ব্রিজ খুলে ফেলা হয়েছিল, যার ভাসমান ড্রামগুলি নদীতে ছিল। অনুমান করা হচ্ছে, সেই ড্রামের সঙ্গেই ধাক্কা লেগে এই দুর্ঘটনা ঘটে।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে।

জাতীয় অগ্নি নির্বাপক সপ্তাহ (১৪-২০ এপ্রিল, ২০২৬)
National Fire Service Week (14-20, April, 2026)

Theme of the Year - 2026

"Safe School,Safe Hospital& Fire Safety Aware Society-Together for Fire Prevention"

- আপনার বাড়ির, দোকানের বৈদ্যুতিক তারের অবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করান।
- গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার দাঁড় করিয়ে রাখবেন। শুইয়ে রাখা সিলিন্ডার থেকে তরল গ্যাস চুঁইয়ে পড়লে বাতাসের সংযোগে প্রসার লাভ করে এবং আগুনের সাথে বিস্ফোরণ ঘটে।
- রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে সন্দেহ হলে দেশলাই ধরাবেন না এবং বিদ্যুতিক স্যুইচ টিপবেন না। জানালা দরজা খুলে দিয়ে গ্যাস মেরামতকারীকে ডাকুন।
- বিছানায় ধুমপান করবেন না। তামাক, সিগারেট, বিড়ি ধরাবার আগুন ঘরের ভিতরে ফেলবেন না। ছাইদানি ব্যবহার করুন।
- ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে দেশলাই দূরে রাখুন।
- বাড়ির পাশে জলাশয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখুন। আগুন নেভাতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। জলকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচুন।
- আগুনের ঘটনা নজরে আসতেই নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিসে খবর দিন।

ত্রিপুরা অগ্নি ও জরুরী পরিষেবা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-41/26

গুজরাতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ তীর্থযাত্রীর মৃত্যু শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

সুরেন্দ্রনগর/নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল(আইএএনএস): গুজরাতের সুরেন্দ্রনগর জেলা-তে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ তিনি লেখেন, "গুজরাতের সুরেন্দ্রনগর জেলায় এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোররাত প্রায় ১টা ২০ মিনিট নাগাদ লখতার-ভিরামগাম হাইওয়ে-তে এই দুর্ঘটনা ঘটে। লখতারের কাছে ছারাড ও ভাস্করপাড়া গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় পায়ে হেঁটে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের একটি দলকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে একটি দ্রুতগতির ডাম্পার ট্রাক।

মৃতরা সকলেই ভরওয়াড় সম্প্রদায়ের সদস্য এবং রাজকোট জেলা-র গাধকা গ্রাম থেকে ভিরামগামের উদ্দেশ্যে মন্দির দর্শন ও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। জানা গিয়েছে, প্রায় ৭০০ জন ভক্তের বৃহত্তর একটি দলের অংশ ছিলেন তারা।

এই দুর্ঘটনায় মুন্ধভা পরিবারের ৭ জন সদস্য৫ জন মহিলা ও ২ জন পুরুষঘটনাস্থলেই মারা যান। মৃতদের মধ্যে মাসাভাই মুন্ধভা, জলুবেন মুন্ধভা, রানিবেন লাম্বরিয়া ও বাজিবেন মুন্ধভা-সহ আরও কয়েকজন রয়েছেন।

এছাড়া অন্তত ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১০ থেকে ১২ জন পর্যন্ত এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ট্রাকটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছিল এবং গতি কমানোর কোনো চেষ্টা করেনি। রাস্তার পাশে একটি গাড়ি সম্ভবত টায়ার বদলের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সময় রাস্তার ধারে হাঁটছিলেন তীর্থযাত্রীরা। ঠিক তখনই আরেকটি ট্রাক ব্রেক না কষে তাঁদের উপর উঠে যায়।

ঘটনার পর পুলিশ ও জরুরি পরিষেবা, সহ ১০৮ অ্যাম্বুল্যান্স দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে পাঠায়। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাকচালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছেন এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ব্যাঙ্কে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ নেপালি টাকা, সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহর

কাঠমান্ডু, ১২ এপ্রিল(আইএএনএস): নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ তাঁর সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রয়েছে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ নেপালি টাকা (এনপিআর ১৪.৬ মিলিয়ন)।

নেপালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ২০০২ অনুযায়ী, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের দায়িত্ব গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট দপ্তরে সম্পত্তির বিবরণ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। যদিও এই তথ্য প্রকাশ্যে আনার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, তবুও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে তা প্রকাশ করার একটি প্রচলন রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ দপ্তর থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বলেন্দ্র শাহ তাঁর আয়ের উৎস হিসেবে ফেসবুক, ইউটিউব ও স্পটিফাইয়ের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উল্লেখ করেছেন।

পারিবারিক সম্পত্তির হিসাবেও উঠে এসেছে বেশ কিছু তথ্য। তাঁর মা ধ্রুবাদেবী শাহের নামে কাঠমান্ডু-তে ৫ আনা (প্রায় ১৫৮.৯৮ বর্গমিটার) জমি এবং ধনুষা জেলা-তে ১.২ বিঘা (প্রায় ৮,২৮৬.১৪ বর্গমিটার) জমি রয়েছে।

তাঁর বাবা রামনারায়ণ শাহের নামে মহোত্তরী জেলা-তে ৯ বিঘা (প্রায় ৬১,১১২.৬২ বর্গমিটার) জমি রয়েছে।

এছাড়া তাঁর স্ত্রী সাবিনা কাফলের নামে প্রায় ১৯০ তোলা মূল্যবান ধাতু (সোনা-রূপো) রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও সুনির্দিষ্ট বিভাজন জানানো হয়নি।

মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, যেমন অর্থমন্ত্রী স্বর্ণিম ওয়াগলে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুধন গুরুঙ-ও তাঁদের সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে নেপালে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশের একটি রীতি চালু রয়েছে। যদিও অতীতে কিছু সরকার এই প্রথা অনুসরণ করেনি। যেমন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে কেপি শর্মা ওলি-র নেতৃত্বাধীন সরকার এবং তার আগেও সুশীলা কার্কি-র নেতৃত্বাধীন সরকার এই তথ্য প্রকাশ করেনি।

বিহারে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত শিগগিরই ঘোষণা: রাধা মোহন সিং

পাটনা, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): বিহারের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বিজেপির প্রবীণ নেতা রাধা মোহন সিং দাবি করেছেন, পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং খুব শিগগিরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী-র সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি জানান, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি জানিয়েছেন, বিকেল ৩টায় বিজেপি বিধায়ক দলের বৈঠক দলীয় দফতরে অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

এরপর বিকেল ৪টায় বিহার বিধানসভার সেন্ট্রাল হলে এনডিএ বিধায়ক দলীয় বৈঠক হবে, যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতা নির্বাচন করা হবেযিনি হবেন রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে রাজ্যপাল সৈয়দ আতা হাসনাইন পাটনার লোক ভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন। সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভিভিআইপি চলাচল, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ১৪ এপ্রিল মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর পদত্যাগ করতে পারেন বলে জানা গেছে। এরপরই নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।সব কিছু ঠিক থাকলে ১৫ এপ্রিল পাটনার লোক ভবনে নতুন মুখ্যমন্ত্রী এবং দুই উপমুখ্যমন্ত্রী শপথ নিতে পারেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।এই পরিবর্তন বিহারের রাজনীতিতে একটি বড় মোড় আনতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-এর অধ্যায়ের অবসান ঘটতে পারে।

শিক্ষিকার উপর নির্যাতনের অভিযোগে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশন, পুনরাবৃত্তি রোধে জোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: শিক্ষিকার উপর অমানবিক আচরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সারা ভারত শ্রমজীবী নারী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে সোমবার বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

সংগঠনের দাবি, গত ২ এপ্রিল উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এক শিক্ষিকার সঙ্গে অনভিপ্রেত ও নিন্দনীয় ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তা নিশ্চিত করার দাবিতে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে সংগঠনের প্রবীণ নেত্রী পাঞ্চালী ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, কর্মস্থলে এক শিক্ষিকা নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যদিও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে বিষয়টির সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তবুও সংগঠন চায় যাতে এ ধরনের ঘটনা আর কোথাও না ঘটে এবং তার জন্য প্রশাসনিকভাবে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা অনুপস্থিত থাকায় সহকারী অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সহকারী অধিকর্তা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানান তিনি। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, শিক্ষাঙ্গনে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

শান্তিরবাজারে দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, মানবিক উদ্যোগে প্রশংসার ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ এপ্রিল: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব চৈত্র সংক্রান্তিকে সামনে রেখে শান্তিরবাজার শিশুশিক্ষা মন্দিরের উদ্যোগে গরিব ও দুস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বাংলা বছরের শেষ লগ্নে সাধারণত মানুষ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের জন্য নতুন পোশাক ক্রয় করেন এবং নববর্ষের প্রথম দিনে নতুন বস্ত্র পরিধান করে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান।

তবে বর্তমান সময়ে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেকেই নতুন বস্ত্র কিনতে সক্ষম হন না। সেই সকল মানুষের পাশে দাঁড়াতেই মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করে শান্তিরবাজার শিশুশিক্ষা মন্দির। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল উৎপল পাটারীর নেতৃত্বে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরনো ব্যবহারযোগ্য কাপড় সংগ্রহ করা হয়। পরে এক সুনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই কাপড়গুলো গরিব ও দুস্থ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষাদানের পাশাপাশি এ ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করায় এলাকাবাসী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বস্ত্র পেয়ে উপকৃত মানুষের মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, যা এই উদ্যোগের সার্থকতাকেই প্রমাণ করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গডস প্লেন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ এপ্রিল: বিলোনীয়া পুর পরিষদে একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান করা হয় গডস প্লেন সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে নববর্ষ উপলক্ষে। এই অনুষ্ঠানে বিলোনীয়া শহরের সর্বমোট ৬৫ জন স্বচ্ছতা সখীদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের পৌর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী অলক রায়, গডস প্ল্যান সামাজিক সংস্থার উপসভাপতি গৌতম সরকার ও এই সংস্থার অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে এই গডস প্ল্যান সামাজিক সংস্থার সম্পাদক অনির্বাণ সাহা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন এই স্বচ্ছতা সখীরা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আমাদের এই বিলোনিয়া শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাদের এই পবিত্র কাজকে সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়াকেই আজকের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যক্ত করেন।

তিনি এই স্বচ্ছতা সখীদের স্বচ্ছতা যোদ্ধা হিসাবে প্রাধান্য দেন এবং তাদের উৎসাহ করেন আগামী দিনে যাতে একই অদম্য মানসিকতা এবং সাহসিকতা নিয়ে তাদের এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

পৌরপিতা নিখিল চন্দ্র গোপ তার বক্তব্যে এই সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান তাদের এই মহৎ কার্যক্রমের জন্য এবং উৎসাহ প্রদান করেন আগামী দিনে যাতে একইভাবে যুবসমাজ এসব সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে আসেন।

তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে স্বচ্ছতা সখীদেরও ধন্যবাদ জানান তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য এবং সাধারণ জনগণের জন্য বার্তা দেন এই স্বচ্ছতা সখীদের প্রাপ্য সম্মানটুকু যাতে যথার্থভাবে দেওয়া হয়।

পহেলা বৈশাখের উৎসব খর্বের চেষ্টা চলছে, ‘মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি’কে নিশানা হাসিনার

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও অসাংবিধানিক শক্তি’ বারবার এই উৎসবকে খর্ব করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, “পহেলা বৈশাখ বাঙালির জাতীয় ঐতিহ্যের প্রধান উৎসব। নবজাগরণের বার্তা নিয়ে মানুষ এই দিনে আনন্দে মেতে ওঠে, দুঃখ-হতাশা দূরে সরিয়ে নতুনভাবে শুরু করে।”

তিনি উল্লেখ করেন, মুঘল আমলে কৃষিভিত্তিক পঞ্জিকা হিসেবে শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি সমগ্র বাঙালি সমাজের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি এখন বিশ্বজুড়ে বাঙালিদের উৎসব।

পূর্ব পাকিস্তান আমলের প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, “তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালিদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পহেলা বৈশাখ উদযাপন বাধাগ্রস্ত করেছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্মশতবর্ষ উদযাপনও বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল।”

তিনি আরও বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের পর পহেলা বৈশাখ জাতীয় চেতনা, ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ঐতিহ্যবাহী ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’-র কথাও উল্লেখ করে তিনি জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ইউনেস্কো এই শোভাযাত্রাকে বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেয়। পাশাপাশি তাঁর সরকার পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখী ভাতা’ চালু করেছিল বলেও জানান তিনি।

তবে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, “এই উৎসবকে বাধাগ্রস্ত করতে এখনও চেষ্টা চলছে। এমনকি মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তনের চেষ্টাও হয়েছে।”

ধর্মকে হাতিয়ার করে এই উৎসবকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, এটি বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।

শেষে তিনি আশা প্রকাশ করেন, পহেলা বৈশাখের এই উৎসবের ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার পুনরুত্থানে সহায়ক হবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ও ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা, কুয়েতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে জয়শঙ্করের ফোনালাপ

কুয়েত সিটি/নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিয়ে কুয়েতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে আলোচনা করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর।

সোমবার কুয়েতের বিদেশমন্ত্রী শেখ জাররাহ জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ-এর সঙ্গে এই টেলিফোন কথোপকথন হয়। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জয়শঙ্কর জানান, “আলোচনাটি মূলত আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল।”

কুয়েতের বিদেশ মন্ত্রকও জানিয়েছে, দুই দেশের মন্ত্রী সাম্প্রতিক আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং তা মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর পশ্চিম এশিয়ায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই এই উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ হয়েছে।

এর আগে ১১-১২ এপ্রিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরকারি সফরে ছিলেন এস. জয়শঙ্কর। সেখানে তিনি ইউএই প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র শুভেচ্ছা জানান।

এই বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের সময় ভারতীয়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইউএই-কে ধন্যবাদ জানান তিনি। দুবাইয়ের ক্রাউন প্রিন্স শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম-ও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ইউএই-এর উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর সঙ্গেও বৈঠক করেন জয়শঙ্কর। সেখানে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এবং তার বিস্তৃত প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়। সফরকালে তিনি ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে ভারতের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

বিহারের রাজনৈতিক অস্থিরতায় এনডিএ-কে নিশানা তেজস্বী যাদবের, পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন

পাটনা, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস) : বিহারে নতুন সরকার গঠনকে ঘিরে চলা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব এনডিএ-র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন এবং পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন।

পাটনার কার্পুরি অডিটোরিয়ামে এক সাংবাদিক বৈঠকে তেজস্বী যাদব বলেন, বিহারের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে নয়, বরং মাত্র দু’জন ব্যক্তি মিলে ঠিক করবেন।

তিনি অভিযোগ করেন, এনডিএ জোট নীতিশ কুমারের নাম সামনে রেখে ভোটে লড়েছিল, কিন্তু এখন তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা ভোটারদের রায়ের প্রতি অসম্মান।

তেজস্বী আরও দাবি করেন, নীতীশ কুমার বিদায় নেওয়ার সময় রাজ্যের কোষাগার প্রায় খালি রেখে যাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার বিধায়ক ও বিধান পরিষদের সদস্যদের বেতন দিতেও সমস্যায় পড়ছে। গত দুই দশকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও উৎপাদন খাতে এনডিএ বিহারকে পিছিয়ে দিয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর মতে, নীতিগত ব্যর্থতা ও দুর্নীতির কারণে বিহার এখন দেশের অন্যতম দরিদ্র রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

এনডিএ জোটের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি বলেন, সরকার প্রশাসনের পরিবর্তে ক্ষমতার রাজনীতিতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে, যার ফলে অপরাধ ও দুর্নীতি দ্রুত বাড়ছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, জনতা দল(ইউনাইটেড) এখন বিজেপির একটি সহযোগী সংস্থার মতো কাজ করছে এবং ব্যক্তিগত ও আইনি সুবিধার জন্য রাজনৈতিক সমঝোতা করা হচ্ছে।

তেজস্বী দাবি করেন, উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ তহবিল সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং ঠিকাদার ও শ্রমিকদের পাওনাও আটকে রাখা হয়েছে। তিনি জানান, এই বিষয়টি তুলে ধরার পরই তাঁর নিজের বেতন অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে, যদিও তিনি সকল প্রতিনিধির পক্ষেই দাবি তুলেছিলেন।

একই অনুষ্ঠানে তেজস্বী যাদব দলের সংগঠনে বড় পরিবর্তনের ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রীয় জনতা দল-এর ছাত্র সংগঠন ‘ছাত্র আরজেডি’ ভেঙে দিয়ে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ‘সোশ্যালিস্ট স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া’।

এই পরিবর্তন লিংডো কমিটির নির্দেশিকা এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা হয়েছে।

নতুন সংগঠনের লক্ষ্য সারা দেশে ছাত্রদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা এবং শিক্ষা, সমতা, ছাত্র অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়ে কাজ করা।

উল্লেখ্য, বিহারে ক্ষমতা পরিবর্তনের জল্পনা তুঙ্গে থাকায় তেজস্বীর এই মন্তব্য আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

‘আমি গৃহস্থ নই, তবু সব বুঝি’: নারী শক্তির ক্ষমতায়নে সরকারি প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরলেন মোদী

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার বলেছেন, তিনি নিজে গৃহস্থ না হলেও পারিবারিক জীবনের সব দিক তিনি বোঝেন এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মহিলারা আজ অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছেন।

বিজ্ঞান ভবনে ‘নারী শক্তি বন্দন সম্মেলন’-এ ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদে মহিলাদের প্রবেশের পথ আরও সহজ হতে চলেছে এবং দেশের উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

তিনি বলেন, “সংসদ এক নতুন ইতিহাস রচনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, যা অতীতের স্বপ্ন পূরণ করবে এবং ভবিষ্যতের সংকল্পকে বাস্তবায়িত করবে।” তিনি জোর দিয়ে বলেন, নারী শক্তি বন্দন আইন সংশোধনী বিলটি সর্বদলীয় আলোচনা, সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাশ করানো সরকারের অগ্রাধিকার।

২০২৩ সালে এই আইনটি সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে মহিলাদের নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন এবং

আশা ভোঁসলের

● প্রথম পাতার পর

বিস্ময়কর। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী, ১২,০০০-এরও বেশি গান রেকর্ড করে তিনি ইতিহাসের সর্বাধিক রেকর্ডধারী শিল্পী। ‘দিল চিজ কি হ্যায়’-এর মতো সুরেলা গান থেকে ‘দম মারো দম’-এর মতো প্রাণবন্ত গানে তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন।

তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, পদ্ম বিভূষণ এবং দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত হন।

আশা ভোঁসলের প্রয়াণে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল, তা অপূরণীয়। তবে তাঁর অমর কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন, এটাই বিশ্বাস তাঁর অসংখ্য অনুরাগীর।

নারীর অংশগ্রহণ

● প্রথম পাতার পর

মোদীর বক্তব্য, বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লে প্রশাসনে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মতো ক্ষেত্রে আরও কার্যকর কাজ হয়। তিনি জল জীবন মিশনকে এর একটি বড় উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন, যেখানে পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

‘বিকশিত ভারত’ গঠনের লক্ষ্যে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারী শক্তি বন্দন আইন মহিলাদের জীবনে এক বড় সুযোগ এনে দেবে এবং পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত তাঁদের যাত্রা আরও সহজ হবে।

মহিলাদের কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, মিশন ইন্দ্রধনুষ, সৈনিক স্কুলে সুযোগ, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে প্রবেশের পথ, উজ্জ্বলা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা।

সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই উদ্যোগকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি সাংসদদের উদ্দেশে বলেন, মহিলাদের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং নারী শক্তি বন্দন কর্মসূচির বার্তা দেশের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে।

শেষে তিনি বলেন, “আমরা সবাই মিলে শপথ নিই যে নারীরা তাঁদের অধিকার পাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ অংশগ্রহণ করবেএটাই আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।”

তৃণমূল বিদায়ের

● প্রথম পাতার পর

বাইরে না বেরোতে বলা হচ্ছেএটি লজ্জার বিষয়।”

তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে মহিলারা গভীর রাতেও নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারবেন। আর.জি. কর, কসবা ল’ কলেজ বা দুর্গাপুর মেডিক্যাল কলেজের মতো ঘটনা আর ঘটবে না বলেও দাবি করেন তিনি।

এছাড়া ভোটের দিনগুলিতে (২৩ ও ২৯ এপ্রিল) কোনও রকম অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে তৃণমূলের সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, “ওদের আমার পরামর্শভোটের দিন বাড়িতে থাকুন, না হলে ৫ মে থেকে একে একে সবাইকে খুঁজে জেলে পাঠানো হবে।”

বোলপুরের জনসভায় মানুষের উৎসাহই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস বিদায়ের পথেএমনটাই দাবি করেন অমিত শাহ।

কুলাই চাম্পাহাওর

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার প্রভাবিত ভোটকেন্দ্রগুলি-অর্থাৎ ১০-কুলাই-চম্পাহাওর (এসটি) জেলা পরিষদ কেন্দ্রের ১০/৩ ভাটিময়দান এস.বি. স্কুল এবং ১০/১৭ রামদেব ঠাকুর পাড়া এস.বি. স্কুলের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে বাতিল (স্তুদ্রুত্ব) ঘোষণা করে পুন:ভোট গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছেন। এই পুনঃভোট গ্রহণ আগামী ১৬ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সকাল ৭.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই পুনঃভোট গ্রহণ যাতে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভোট গ্রহনের দিন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহ, প্রার্থীগণ এবং ভোটার সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছে কমিশন।

সর্বাধিক ভোট পূর্ব

● প্রথম পাতার পর

৮৪.৬৬ু ভোট পড়েছে।

বেশিরভাগ কেন্দ্রেই ৮০ থেকে ৮৬ শতাংশের মধ্যে ভোট পড়েছে, যা সামগ্রিকভাবে নজিরবিহীন ভোটারদের অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরে। নির্বাচন চলাকালীন একাধিক এলাকায় সংঘর্ষ, ভয় দেখানো এবং ভোটে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে। বিরোধী দল এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সংস্থা এই ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তবে এসবের মাঝেও সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন সাধারণ মানুষ। এতে ভোটারদের দৃঢ়তা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি তাদের অঙ্গীকার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভোট কেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপের

● প্রথম পাতার পর

দাবি, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে এবং ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের অভিযোগ, ঘটনার পর পুলিশি তৎপরতা যথেষ্ট নয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

উল্লেখ্য, গতকাল ভোটগ্রহণ চলাকালীন এই এলাকায়বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় অন্তত দু’জন আহত হন, যার মধ্যে একজনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। সেই ঘটনার জেরেই আজকের এই অবরোধ কর্মসূচি বলে জানা গেছে।

পরিচয়হীন ব্যক্তির পচা দেহ

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

এদিকে কাটাখাল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমাতে থাকেন স্থানীয় মানুষজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে

● প্রথম পাতার পর

বৈচিত্র্যময় কৃষ্টির প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটে। পুরাতনকে পাথেয় করে নতুনকে বরণ করার এই চিরন্তন প্রথাই আমাদের সমাজের শক্তি ও এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা। সকল অংশের জনগণকে সাথে নিয়ে এক সুন্দর রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে নতুন বছর সকলের জন্য সুস্থতা ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসুক।’ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন।

কাজল স্মৃতি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস স্কুল, গোবিন্দের হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশা মতোই মাঠ মাতাল ছোটদের ফুটবল। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত কাজল স্মৃতি অনূর্ধ-১৪ ফুটবলের মেগা ফাইনালে এসডিএম স্কুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে ৩-১ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়ে শিরোপা ঘরে তুলল রাজেশ রায় চৌধুরীর প্রশিক্ষণাধীন দলটি।এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই গতির লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ম্যাচের নায়ক হিসেবে উঠে আসেন গোবিন্দ চরণ জমাতিয়া। শুরু থেকেই এসডিএম-এর রক্ষণভাগকে ব্যস্ত রাখা গোবিন্দ ম্যাচের ১১ মিনিটেই দলকে লিড এনে দেন। এরপর ২৭ মিনিটের মাথায় ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান ২-০ করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধেও দাপট বজায় রেখে ৫৪ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন গোবিন্দ। ম্যাচের অন্তিমলগ্নে (৫৭ মিনিট) এসডিএম-এর হয়ে সান জাতীয় একটি গোল শোধ করলেও তা জয়ের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।টুর্নামেন্ট জুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে দুই দলই। স্পোর্টস স্কুল কোয়ার্টার ফাইনালে ডন বসকো স্কুলকে ১২-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে সাই এসটিসি-কে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। অন্যদিকে, এসডিএম স্কুল আসাম রাইফেলস ও কাতলামারা হাই স্কুলকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল।খেলা শেষে আয়োজিত জমকালো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া অধিকর্তা এল ডার্লং, মেয়র-ইন-কাউন্সিল তুষার ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার এবং সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চ্যাম্পিয়ন (ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল): সুদৃশ্য ট্রফি এবং নগদ ১৫ হাজার টাকা এবং রানার্স আপ (এসডিএম স্কুল): রানার্স ট্রফি এবং নগদ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উপস্থিত ফুটবল প্রেমীরা ক্ষুদে ফুটবলারদের এই লড়াই প্রাণভরে উপভোগ করেন। ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, এই টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ফুটবলে আগামী দিনের বেশ কিছু প্রতিভাবান মুখ উঠে এল।

আইপিএলে নতুন রেকর্ড কোহলির, ধোনির চেন্নাইয়ের পর রোহিতের মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বিরাট নজির

কয়েক ঘণ্টা আগে বিরাট কোহলির নজির ভেঙেছেন শুভমন গিল। কোহলিও ছাড়ার পাত্র নন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে আরও একটি রেকর্ড গড়লেন তিনি। তিনিই প্রথম ব্যাটার যিনি আইপিএলে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ১০০০ রান করলেন।

রবিবার ওয়াংখেড়েতে নামার আগে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে কোহলির রান ছিল ৯৮০।এই ম্যাচে ২০ রান করতে ১১ বল নেন তিনি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে জসপ্রীত বুমরাহের ইয়র্কার সামলে ২ রান নেন তিনি। সেই সঙ্গে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ১০০০ রান হয় তাঁর। এই কীর্তি আর কোনও ব্যাটারের নেই। এর আগে আইপিএলে একটি নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ডও গড়েছেন কোহলি। রোহিত শর্মার রেকর্ড ভেঙেছেন তিনি। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ৩৬ ম্যাচে ১১৬১ রান করেছেন রোহিত। কোনও এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এটিই ছিল এতদিন সর্বাধিক রান। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন কোহলি। রোহিতের রেকর্ড ভাঙতে গত রবিবার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে তাঁর দরকার ছিল ১৬ রান। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে রোহিতকে ছাপিয়ে যান কোহলি। এখন আইপিএলে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর রান ৩৬ ম্যাচে ১১৭৮।

আইপিএল ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি মিলিয়ে কোহলির রান ধরলে অবশ্য তিনি প্রথম ওভারেই রোহিতের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। এই দুই প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রোহিতের রেকর্ড ভাঙতে কোহলির দরকার ছিল ২ রান। প্রথম ওভারেই তা করে ফেলেন তিনি। আইপিএলে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ৩৬ ম্যাচের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। সেই ম্যাচে ১৪ রান করেছিলেন কোহলি।

গুয়াহাটিতে জমকালো সূচনা যুব জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের: উপস্থিত অলিম্পিয়ান লাভলিনা

গুয়াহাটি থেকে সুপ্রভাত দেবনাথ, ১৩ এপ্রিল।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্রীড়া মানচিত্রে ফের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আজ থেকে গুয়াহাটির সোনাপুরস্থিত আসাম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হলো ৮ম যুব পুরুষ ও মহিলা জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৩ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এই মেগা ইভেন্টে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা উদীয়মান বক্সারদের লড়াই দেখা যাবে। আজ বিকেল ৪:৩০ মিনিটে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল আসামের ঐতিহ্যবাহী বিহু নৃত্য, যা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিক পদকজয়ী তারকা বক্সার লাভলিনা বরগোহাঁই, লোকসভার সাংসদ শ্রীমতী বিজুলি কলিতা মেধি, বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি অজয় সিং এবং সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ কুমার। এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের ২৮টি রাজ্য, ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং "সার্ভিসেস" দলসহ মোট ৩২টিরও বেশি দলের প্রায় ৭০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের সুশৃঙ্খল মার্চ পাস্ট বা কুচকাওয়াজ এক অনন্য পরিবেশ তৈরি করে। স্বাগত ভাষণে আসাম অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হেমন্ত কুমার কলিতা সকল প্রতিযোগীকে শুভেচ্ছা জানান এবং এই মঞ্চ থেকে ভবিষ্যতের অলিম্পিয়ান উঠে আসবে বলে আশাপ্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বক্সিং জগতের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। ত্রিপুরা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা "গেস্ট অফ অনার" হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রীড়া উৎসাহ বাড়িয়ে তোলেন।আজ সকাল ১০টা থেকেই রিংয়ে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে প্রথম রাউন্ডের খেলাগুলো চলছে। ত্রিপুরার বক্সার কৃপেশ সিনহা ১৫ এপ্রিল দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় রিংয়ে নামবে। যুব বক্সারদের এই লড়াই কেবল পদকের জন্য নয়, বরং জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার এক বড় সুযোগ। আগামী ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত এই উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলবে বলে আয়োজক সংস্থা জানিয়েছে।

আলকারাজকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে সিংহাসনে ফিরলেন সিনার

গ্র্যান্ড স্ল্যামে 'সিনকারাজ' দ্বৈরথ দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন টেনিসপ্রেমীরা। এ বার মাস্টার্সেও সেই দৃশ্য। মন্টে কার্লো মাস্টার্সের ফাইনালে কার্লোস আলকারাজকে স্ট্রেট সেটে (৭-৬, ৬-৩) হারিয়েছেন ইয়ানিক সিনার। এই জয়ের ফলে পুরুষদের ক্রমতালিকায় আবার শীর্ষে ফিরেছেন তিনি।

ফাইনাল জিতে সিনার বলেন, "খুব সুন্দর ম্যাচ খেলেছি। আবার এক নম্বরে ফেরার গুরুত্ব আমার কাছে অনেক।" শুধু এক নম্বরে ফেরা নয়, মুখোমুখি লড়াইয়ে ব্যবধান কমিয়েছেন সিনার। সাত গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী আলকারাজের বিরুদ্ধে এখন ১০-৭ পিছিয়ে চার গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক সিনার। সব মিলিয়ে কেরিয়ারে নিজের ২৭ নম্বর ট্রফি জিতলেন ইটালির সিনার।এর আগে লাল সুরকির কোর্টে টানা ১৭ ম্যাচ জিতেছিলেন আলকারাজ। কিন্তু সিনারের বিরুদ্ধে তাঁকে সমস্যায় ফেলল আনফোর্সড এরর। ম্যাচে ৪৫টি আনফোর্সড এরর করেছেন তিনি। প্রথম সেট টান টান চলছিল। তার ফয়সালা হয় টাইব্রেকারে। জেতেন সিনার। দ্বিতীয় সেটে একটা সময় ১-৩ পিছিয়ে ছিলেন সিনার। সেখান থেকে টানা পাঁচটি গেম জেতেন তিনি।ম্যাচ শেষে সিনার বলেন, "হাওয়া দিচ্ছিল। ফলে সে দিকে খেয়াল রেখে শট মারতে হচ্ছিল। এই প্রথম লাল সুরকির কোর্টে জিতলাম। তাই এই জয়ের গুরুত্ব আমার কাছে অনেক।" সিনারের প্রশংসা করেছেন আলকারাজ। খেলা শেষে স্পেনের তারকা বলেন, "সিনার দুর্দান্ত খেলেছে। ও যে ভাবে এগোচ্ছে তা অসাধারণ। ওর বিরুদ্ধে খেলতে ভাল লাগে। ওকে এই জয়ের জন্য শুভেচ্ছা।"চলতি বছর তৃতীয় ট্রফি জিতলেন সিনার। এর আগে ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মায়ামি ওপেন জিতেছেন তিনি। বছরের প্রথম তিনটি মাস্টার্স জেতার নজিরে নোভাক জোকোভিচকে ছুঁয়েছেন তিনি। ২০১৫ সালে নোভাকও প্রথম তিনটি মাস্টার্স জিতেছিলেন।

সমিরন স্মৃতি টি-টোয়েন্টি জয়ের হ্যাটট্রিক জেসিসির

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই একের পর এক ম্যাচে প্রতিপক্ষদের ধরাশায়ী করে এগিয়ে চলেছে জেসিসি। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি সীমিত ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবার আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে মুখোমুখি হয় জেসিসি ও কসমোপলিটন। দুই দলই এদিন জয়ের হ্যাটট্রিক করতে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত কসমোপলিটনকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে হ্যাট্রিকের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে নেয় জেসিসি। ম্যাচে জেসিসি ৮ উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ কসমোপলিটনকে। পরাজিত দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৮.৪ ওভারে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৩৬ রান। ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান সম্রাট সূত্রধরের ৪২ রান ও তন্ময় দাসের ৩৫ রান এবং মিডেল অর্ডারে ধানভীর সিংহের ২০ রানের সাহায্যে এই রান তুলে কসমোপলিটন। জয়ী জেসিসির বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট পেল বিক্রম দেবনাথ, দুর্লভ রায়, বিরাজ কৃষ্ণা ও পারভেজ সুলতান। জবাবে, জয়ের জন্য ১৩৭ রানের টার্গেট নিয়ে জেসিসি ব্যাট করতে নেমে মাত্র দুইজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে নেয় জয়ের প্রয়োজনীয় রান। ওপেনিং ব্যাটসম্যান ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ৪৭ রান এবং ধনঞ্জয় যাদবের অপরাজিত ৬৩ ও বিক্রম দেবনাথের অপরাজিত ১৬ রানের সাহায্যেই কার্যত সহজ ছিনিয়ে নিল জেসিসি।

চেন্নাই ম্যাচের আগে সুসংবাদ, ফিট বরুণ, ধোনির গড়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পাবে কেকেআর ?

একজন চিপকের 'ঘরের ছেলে'। আরেকজন আবার আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংয়ের জার্সিতেই নজর কেড়েছিলেন প্রথমবার। সেই দু'জন-বরুণ চক্রবর্তী আর মাথিশা পাথিরানাকে নিয়ে ভিন্ন ছবি কেকেআর শিবিরে। একজন ম্যাচ ফিট হয়ে উঠেছেন অনেকটাই। আরেকজন শ্রীলঙ্কা বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেও কবে আসবেন আর কবে ম্যাচ খেলবেন, তা স্পষ্ট নয়।

আইপিএল ১৯-এ একমাত্র দল কেকেআর, যারা এখনও জয়ের মুখ দেখেনি। যে একটা পয়েন্ট এসেছে, তা পাওয়া গিয়েছে আবহাওয়ার সৌজন্যে। না হলে জয়ের মতো নাইটদের পয়েন্টের কলামেও শূন্য লেখা থাকত। এমন পরিস্থিতে পরের ম্যাচে কেকেআরের সামনে সিএসকে। মহেন্দ্র সিং ধোনির অনুপস্থিতিতে বেশ নড়বড়ে দশা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের। তবে তারাও শেষ ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে। যে ম্যাচে দুরন্ত সেঞ্চুরিতে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের নায়কের ব্যাটে রান দেখে কেকেআর শিবির যে খুশি হবে না বিশেষ, বলাই বাহুল্য। সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে রান পাচ্ছেন আয়ুষ মাত্রে। মঙ্গল-সন্ধ্যায় চিপকে সঞ্জু-আয়ুষদের মোকাবিলা করার আগে বরুণ নিয়ে আশার আলো কেকেআরে।

চোটের জন্য শেষ দু'টো হোম ম্যাচের দলে ছিলেন না নাইটদের 'রহস্য স্পিনার'। প্র্যাকটিসেও বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে ঘুরতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, সিএসকে-র বিরুদ্ধেই প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে বরুণের। চিপক যাঁর আজন্মপরিচিত, তামিলনাড়ুর ক্রিকেটার হওয়ার সুবাদে। যা খবর, রবিবার কেকেআর নেটে পুরোদমেই বল করেছেন বরণ। প্রধান নেটের পাশাপাশি সাইড নেটেও হাত ঘুরিয়েছেন। আপাতত চোটের কোনও চিহ্ন নেই তাঁর বোলিংয়ে। দলের সঙ্গে যুক্ত একজনের বক্তব্য, বরুণ এখন অনেকটাই ঠিক আছেন। তবে খেলবেন কি না, টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত।

চিপকের পিচ এমনিতেই স্পিন-বান্ধব। ফলে যতই অফ ফর্ম চলুক, বরুণকে না খেলানোর সম্ভাবনাই কম। সেক্ষেত্রে নভদীপ সাইনিকে বসিয়ে ফিরিয়ে আনা হতে পারে তাঁকে। চিপকে দাঁড়িয়ে বরুণও শুনিয়ে গেলেন, "এখানে আসতে পেরে ভালো লাগছে। আমার পরিবার রয়েছে এখানে। এই মাঠেই আমি বড় হয়েছি, খেলা শুরু করেছি। তাছাড়া শেষ দু'টো ম্যাচে বিশ্রাম পেয়েছি। আশা করছি এবার দলে ফিরব। দেখা যাক, কী হয়।" সঙ্গে তামিলে জুড়লেন, "এবার এখানে আমরাই জিতব।" অন্যদিকে, একদা সিএসকে পেসার পাথিরানার ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় থেকেই। তবে যা খবর, শ্রীলঙ্কা বোর্ডের পরীক্ষায় ইতিমধ্যে পাস করে গিয়েছেন তিনি। ফলে আইপিএল খেলতে আর কোনও বাধা নেই। কিন্তু তিনি কবে আসবেন কেকেআর শিবিরে, তা স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, সিএসকে ম্যাচ তো বটেই, এরপর শুভমান গিলদের বিরুদ্ধেও তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। কারণ চোটের জন্য দীর্ঘদিন ম্যাচ খেলেননি পাথিরানা। ফলে তিনি কতটা ম্যাচ ফিট তা আগে দেখে নিতে চায় নাইটরা। সিএসকে ম্যাচের পরদিনই আহমেদাবাদ যাবে কেকেআর। যেখানে ১৭ এপ্রিল তাদের ম্যাচ। ফলে একদিনের নেট সেশনে আদৌ পাথিরানার ফিটনেস পরীক্ষা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

টি-২০ ক্রিকেটে তন্ময়ের শতরান বিসিসি-কে হারিয়ে শতদলের হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক শতদল সংঘের। বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাবকে ১৫০ রানের ব্যবধানে হারানোর মধ্য দিয়ে টানা তিন ম্যাচে জয়ী হয়েছে শতদল সংঘ। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৮৩ রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে তন্ময় ঘোষের দুর্দান্ত ১১৩ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। তন্ময় ৪৬ বল খেলে ১২টি বাউন্ডারি ও ৭টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৩ রান পায়। এছাড়া, ঔংকার যাদবের ৬৬ রান এবং দেব ভার্নালের ৫৫ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। ঔংকার ৩০ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারি ও ৫টি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬৬ রান পায়। দেব ভার্ণালে ১৭ বল খেলে ৩টি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি মেরে চমক তৈরি করেছে। বিসিসি-র তনয় মন্ডল ৪০ রানে এবং অর্কজিৎ সাহা ৬৩ রানে ২টি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ৪ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে শ্রীমন দেবনাথ সর্বাধিক ৫২ রান সংগ্রহ করেছিল। শতদলের অধিনায়ক ভিকি সাহা ২টি উইকেট পেয়েছিল ২২ রানের বিনিময়ে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে তন্ময় পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

উইকেট নেওয়ায় 'নিখোঁজ' বুমরা

আইপিএলে এ পর্যন্ত চারটি করে ম্যাচ খেলেছে সব দল। বোলিংয়ে কে কেমন করলেন, সেটা জানতে ঢুঁ মারতে পারেন আইপিএল ওয়েবসাইটে। এবার অন্তত ১টি করে উইকেট নেওয়া ৬৬ জন বোলারের নাম আছে ওয়েবসাইটের 'স্ট্যাটস' বা পরিসংখ্যান সেকশনে। কিন্তু সেখানে যশপ্রীত বুমরা নেই!

বিশ্বাস না হলে ইএসপিএনক্রিকইনফো কিংবা ক্রিকবাজেও ঢুঁ মারতে পারেন। এবারের আইপিএল নিয়ে তাদের 'স্ট্যাটস' বিভাগের উইকেটশিকারিদের তালিকায়ও নেই বুমরা। তবে এবার আইপিএলে চোখ রেখে থাকলে খুব একটা অবাক না লাগাও স্বাভাবিক। কারণ, বুমরা যে এখনো উইকেটই পাননি।

ঠিকই পড়েছেন। এবার আইপিএলে ৪ ম্যাচ খেলে উইকেটশূন্য বুমরা। গতকাল রাতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে ১৮ রানে হারের ম্যাচেও উইকেট পাননি। আইপিএলে এ নিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে উইকেটশূন্য রইলেন বুমরা। এবারের আগে সর্বশেষ ২০২৫ আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচে ৪০ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন বুমরা। ম্যাচটি ৫ উইকেটে হেরেছিল তাঁর দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। তারপর এবার মুম্বাইয়ের ৪ ম্যাচেই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ভারতের এই প্রিমিয়াম পেসারকে।

বুমরা এ চার ম্যাচে মোট ১৫ ওভার বোলিং করেছেন। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগতে পারে, এবার আইপিএলে সবচেয়ে বেশি বল (৯০ ডেলিভারি) করে উইকেটশূন্য থাকা বোলারটির নাম বুমরা! সানরাইজার্স হায়দরাবাদ পেসার হর্ষল প্যাটেল এ তালিকায় দ্বিতীয় (৪৬ ডেলিভারি)। পার্থক্যটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। ক্রিকভিজ জানিয়েছে, আইপিএলে বুমরা এ পর্যন্ত ১২২ বল করে উইকেটশূন্য। তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারে উইকেটশূন্য থাকার এটাই দীর্ঘতম সময়।

তবে বুমরাকে উইকেটশূন্য থাকা দিয়ে বিচার করলে সেটা ভুল হতে পারে বলে মনে করেন ভারতের সাবেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অশ্বিনের মতে, বুমরার আসল কার্যকারিতা নিখুঁত ইয়র্কার মারায় ও রানের গতি আটকে দেওয়ায়, বিশেষ করে গতকাল রাতের ম্যাচের ভেন্যু ওয়াংখেড়ের মতো মাঠে।

নিজের পোস্টে অশ্বিন বলেন, 'বুমরা উইকেট পাচ্ছে নাএ আলোচনা দলের ক্ষতি করতে পারে। উইকেট খোঁজার চেয়ে তার নিখুঁত ইয়র্কার মারা এবং প্রতিপক্ষকে প্রতিটি রানের জন্য চাপে রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে ওয়াংখেড়ের মতো ভেন্যুতে।' অশ্বিন যোগ করেন, 'যখন আপনি টানা ওভার করতে পারেন না, তখন আপনার উইকেট পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে অন্য প্রান্তের বোলারের ওপর। টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটে এত বছর পার হয়ে গেলেও বোলিং ইউনিটের মধ্যে জুটি বেঁধে রক্ষণাত্মক বোলিং করার মানসিকতা এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি।'

অশ্বিনের কথায় যে যুক্তি আছে, সেটাও প্রমাণ করে দিচ্ছে পরিসংখ্যান। ইকোনমি রেট বিচারে বুমরা এবার আইপিএলে এখন পর্যন্ত মুম্বাইয়ের সেরা বোলার। ৪ ম্যাচে ১৫ ওভার বোলিং করে ওভারপ্রতি গড়ে ৮.২০ করে রান দিয়েছেন। তবে এটা যে বুমরার সেরা পারফরম্যান্স নয়, সেটাও পরিষ্কার। টি-টুয়েন্টিতে বুমরার ক্যারিয়ার ইকোনমি রেট ৬.৯৩। আর আইপিএলে একটু বেশি৭.২৭।

অমিতের ৫ উইকেট, পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক ব্লাড মাউথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা তিন ম্যাচে জয় ছিনিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক ব্লাডমাউথ ক্লাবের। পোলস্টার ক্লাবকে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারানোর মধ্য দিয়ে টানা তিন ম্যাচে জয়ী হয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৬ ওভার খেলে ৯৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে সতভিক রাও-এর ১৯ রান এবং নির্ময় দেব ১৮ রান পায়। ব্লাড মাউথের অমিত আলী ২৪ রানে ৫টি, এপ্রিল দেববর্মা ৩৫ রানে ৩টি এবং দ্বীপ্তনু চক্রবর্তী ২১ রানে ২টি উইকেট পায়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৬ ওভার ৩ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। শ্রীদাম পাল একাই ৭৫ রান সংগ্রহ করে ২৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে অমিত পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

জয়ের হ্যাটট্রিক স্ফুলিঙ্গের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবার জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ময়দানে নামে স্ফুলিঙ্গ। নরসিংগড় টিআইটি মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল চলমান। ম্যাচটি উভয় দলেরই তৃতীয় ম্যাচ। স্ফুলিঙ্গ টানা দুই ম্যাচে জয় পেলেও চলমান পরাজয় দিয়ে শুরু করার পর দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের তকমা পেল। তাই দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই এদিন মাঠে নামে চলমানের ক্রিকেটাররা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীমিত ওভারের লড়াইয়ে বাজিমাৎ দেখালো স্ফুলিঙ্গ। ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ৭ উইকেটে পরাজিত করে চলমান কে। টসে জিতে জয়ী দল প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় চলমানকে। ইনিংসে চলমান নির্ধারিত ওভারের আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১০৯ রান। প্রথম সারির ব্যাটসম্যানরা ব্যাট হাতে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও শেষ দিকে চন্দন রায়ের ৩৩ রানের সাহায্যে সম্মানজনক স্কোর তুলতে সক্ষম হয় চলমান। স্ফুলিঙ্গের বোলারদের মধ্যে বৈভব পাল তিনটি এবং দুটি করে উইকেট পেল তুষার সাহা ও সন্দীপ সরকার। জবাবে জয়ের জন্য ১১০ রানের টার্গেট নিয়ে স্ফুলিঙ্গ ব্যাট করতে নেমে তিনজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১১৩ রান তুলে কার্যত সহজ জয় ছিনিয়ে নেয়। ওপেনিং ব্যাটসম্যান সৌরভ দাসের অপরাজিত মারমুখী ৮৫ রানের সাহায্যেই এদিন চলতি এই টুর্নামেন্টে জয়ের হ্যাটট্রিক করলো স্ফুলিঙ্গ।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 1

13-04-2026, 23:44

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মুম্বইয়ে বাসভবনে গিয়ে কিংবদন্তি প্লেব্যাক গায়িকা আশা ভোসলের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মন।

মাতৃপল্লীর ইলা ভট্টাচার্য স্মৃতি মিলনায়তনে বেহাল দশা, সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: রাজধানীর বাধারঘাট মাতৃপল্লীতে অবস্থিত ইলা ভট্টাচার্য স্মৃতি মিলনায়তনের বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। ২০১২ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নির্মিত এই কমিউনিটি হলটি পরবর্তীতে প্রায় দু'বছর আগে সম্প্রসারণ করা হয়।

অভিযোগ, পেছনের দিকে নতুন একটি বিল্ডিং নির্মাণ করা হলেও দুটি অংশকে সঠিকভাবে সংযুক্ত না করায় সামান্য বৃষ্টিতেই হলের ভেতরে জল ঢুকে পড়ছে। এর ফলে ভেতরে থাকা দামী আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পুরো হলটি কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠছে। স্থানীয় কর্পোরেটর প্রসেনজিৎ লুৎ দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি আর ডি দপ্তরকে জানিয়ে আসলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধান করে মিলনায়তনে জল ঢোকা বন্ধ করতে হবে, যাতে এটি পুনরায় স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা যায়।

কৈলাসহর থানার পুলিশের বড় সাফল্য, ভিআইপি গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার, আটক ২

কৈলাসহর, ১৩ এপ্রিল: গোপন খবরের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল কৈলাসহর থানার পুলিশ। সোমবার দুপুরে একটি ভিআইপি গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় গাড়ির চালকসহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকারের নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা শহরের সাইফন এলাকায় ওঁত পেতে থাকে। কিছুক্ষণ পর টিআর০২এম০৪০১ নম্বরের একটি বিলাসবহুল বলেরো গাড়ি সেখানে পৌঁছালে সেটিকে আটক করা হয় এবং তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে গাড়ির ভেতরে বিভিন্ন কৌশলে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া সিগারেটের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। আটক দুই যুবকের নাম রাকেশ ভৌমিক ও তরীফ সরকার। তাদের বাড়ি পেঁচারতল এলাকায়। বর্তমানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে ওসি তাপস মালাকার জানান, বেশ কিছুদিন ধরেই পেঁচারতল, পানিসাগর ও কুমারঘাট হয়ে কৈলাসহর দিয়ে বার্মিজ সিগারেট ।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারে সংসদীয় ও গণমাধ্যম সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল : বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভর্মা সোমবার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং ডেপুটি স্পিকার কায়সার কমল-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বৈঠকে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার ভারতের সংসদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সংসদীয় কমিটিগুলির মধ্যে আদান-প্রদান, সংসদ সদস্য ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ এবং পারস্পরিক সফর নিয়ে আলোচনা হয়।

হাইকমিশনার সংসদীয় সহযোগিতা ও বিনিময়ের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভারতের সংসদ বিভিন্ন আধুনিকীকরণ উদ্যোগ সম্পর্কেও তাঁদের অবহিত করেন।

এদিন তিনি জাতীয় সংসদের লাইব্রেরিও পরিদর্শন করেন এবং দুই দেশের সংসদীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন। বিশেষ করে নথির ডিজিটাইজেশন ও যৌথ গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে, হাইকমিশনার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জাহির উদ্দিন স্বপনের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠকে তথ্য ও সম্প্রচার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে বিস্তৃত সহযোগিতা, বিশেষ করে গণমাধ্যম ও সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। দুই দেশই মিডিয়া প্রতিনিধিদলের পারস্পরিক সফর বাড়ানোর মাধ্যমে জনসম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে একমত হয়েছে।

হাইকমিশনার ভারতের আইটেক প্রোগ্রামের অধীনে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রস্তাব দেন। এর অংশ হিসেবে শীঘ্রই বাংলাদেশি মহিলা সাংবাদিকদের জন্য ভারতে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হয়। দুই দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন, এবং প্রযোজনা ও পোস্ট-প্রোডাকশনে প্রযুক্তিগত সহায়তার সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়। হাইকমিশনার পুনরায় জানান, পারস্পরিক স্বার্থ ও উপকারের ভিত্তিতে ভারত সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের সঙ্গে সবক্ষেত্রে জনমুখী সহযোগিতা জোরদারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাফাই কর্মীর মজুরি আত্মসাতের অভিযোগে পঞ্চায়েত সদস্যকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: সাফাই কর্মীর মজুরির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে এক পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগকারী দীপক মোদক জানান, বারবিল পঞ্চায়েতের অধীন পানীয় জলের ট্যাংকির মুখ লাগানো, টয়লেট ও বাথরুম পরিষ্কারের কাজ তার মাধ্যমে করানো হয়। তবে কাজ সম্পন্ন করার পরও তিনি ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে গিয়ে জানা যায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত এক সরকারি কর্মী স্বীকার করেন যে উক্ত কাজগুলি দীপক মোদককে দিয়েই করানো হয়েছে এবং তার জন্য মোট ৪০০ টাকা মজুরি নির্ধারিত ছিল। তবে দীপক মোদকের দাবি, তাকে মাত্র ২০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং বাকি টাকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্য আত্মসাৎ করেছেন।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস থেকে বিরত থাকার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: নির্বাচনোত্তর রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর কোনও ধরনের হিংসা, প্রতিশোধমূলক আচরণ বা সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি সকলকে সংযম বজায় রাখার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি। রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে গিয়ে সকলকে মিলেমিশে থাকার উপর জোর দেন তিনি। তিনি বলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন, ভোটের গণনা যেন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি রেজাল্ট ঘোষণার পর অতি-উৎসাহী হয়ে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটানোর জন্যও সতর্ক করেন তিনি। ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাধারণ মানুষ হিংসার রাজনীতি থেকে মুক্তি চায় এবং এ ধরনের রাজনীতির অবসান হওয়াই সময়ের দাবি। শেষে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

'শক্তিশালী নারী, শক্তিশালী ভারত' শীর্ষক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: নারীর ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রণীত 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে আগরতলায় শক্তিশালী নারী, শক্তিশালী ভারত শীর্ষক একটি কর্মসূচিতে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সোমবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০২৩ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ঐতিহাসিক 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' পাশ হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ আইনের বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনসমাগমকে উদ্দেশ্য করে তিনি দেশের উন্নয়নে নারী শক্তির অমূল্য অবদান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই আইন শুধুমাত্র নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রেই নয়, বরং নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের পথকে সুগম করবে এবং দেশের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে। অনুষ্ঠানে বিজেপির বিভিন্ন নেতা-নেত্রী ও কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, "নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম"-এর মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসে এক স্বর্ণিম অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এই আইন দেশের নারীদের অধিকারকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং তাঁদের স্বপ্নের ভারত গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করবে, যা এক নতুন যুগের সূচনা।

এদিনের শক্তিশালী নারী শক্তিশালী ভারত শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, ছাড়াও বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী মিমি মজুমদার প্রমুখ।

তেলিয়ামুড়ায় ফের বেপরোয়া গতির বলি সাধারণ মানুষ, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন

তেলিয়ামুড়া, ১৩ এপ্রিল: আবারও বেপরোয়া গতির জেরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকলো তেলিয়ামুড়া। সোমবার করইলং এলাকায় তেলিয়ামুড়া বাজারমুখী একটি যাত্রীবাহী সজ্জি টমটমের সঙ্গে খোয়াই দিক থেকে আসা একটি অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে টমটমটি সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের তৎপরতায় আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন সুজিত দেবনাথ, নয়ন দাস, পবন দেবনাথ এবং রমজান মিয়া।

ঘটনার পরই উঠতে শুরু করেছে একাধিক গুরুতর অভিযোগ। আহতদের দাবি, অ্যাম্বুলেন্স চালক বিমল দাস মদ্যপ অবস্থায় অত্যন্ত বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, যার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, অ্যাম্বুলেন্সে চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিকও উপস্থিত ছিলেন, যিনি খোয়াই থেকে একটি জরুরি বৈঠক সেরে ফিরছিলেন।

এদিকে, অভিযুক্ত চালক বিমল দাসের বিরুদ্ধে অতীতেও একাধিক অভিযোগ থাকার তথ্য সামনে এসেছে। তেল চুরির অভিযোগ থেকে শুরু করে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালনার মতো ঘটনায় তাকে পূর্বে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে বদলি করে উত্তর মহারানী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। তবে মাত্র কয়েকদিন আগে রহস্যজনকভাবে তাকে আবার তেলিয়ামুড়ায় ফিরিয়ে আনা হয় বলে অভিযোগ। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছেএত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন ওই চালককে পুনরায় দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হল? কার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? সাধারণ মানুষের প্রাণ নিয়ে এমন অবহেলা আর কতদিন চলবে?

ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের মতে, দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

আগরতলায় হোলি ক্রস স্কুলে জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপিত অভিভাবক দিবস ২০২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: আগরতলার হলিক্রস স্কুলে এক জাকজনকপূর্ন পরিবেশে উদযাপিত হল অভিভাবক দিবস ২০২৬। এবারের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ভাবনা "বিকশিত ভারত: এক দেশ, অসীম সম্ভাবনা"-কে সামনে রেখে, যা পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে দেশপ্রেম ও উন্নয়নের বার্তা বহন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলার বিশপ লুমেন মন্টেরিও। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের মহাপরিদর্শক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রার্থনা ও স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে। এরপর একাধিক নৃত্য, সংগীত, নাটক ও বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনার মাধ্যমে ভারতের উন্নয়নের যাত্রা, ঐক্য, উদ্ভাবন ও সহনশীলতার বার্তা তুলে ধরা হয়।

শতাধিক ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য সমাপনী পর্ব "এক দেশ, অসীম সম্ভাবনা"-র প্রতীকী উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, উন্নত ভারত গঠনে অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি জাতীয় শিক্ষা নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সবশেষে, এই অনুষ্ঠানটি হোলি ক্রস স্কুলের ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত নাগরিক গড়ে তোলার অঙ্গীকারকে আরও একবার সুদৃঢ় করে তোলে।

গভীররাতে বিতর্কিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটার মাধবী বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা, গুরুতর জখম মা-ছেলে

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: রাজধানীতে গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর হামলার ঘটনা। বিতর্কিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটার মাধবী বিশ্বাসের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হন মাধবী বিশ্বাস ও তার ছেলে। বর্তমানে দু'জনেই আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী মাধবী বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। অভিযোগ, এরপর তারা মাধবী ও তার ছেলেকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় এবং লাঠি-রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এতে দু'জনেরই মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। চিকিৎসকদের মতে, তাদের মাথায় একাধিক সেলাই দিতে হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আহত অবস্থায় মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল হলেও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে এই হামলার কারণ সম্পর্কে এখনও মুখ খুলতে নারাজ মাধবী বিশ্বাস। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে তৎপরতা চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, মাধবী বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরেই তার বিতর্কিত কন্টেন্টের জন্য সমালোচনার মুখে রয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই ধরনের একাধিক অভিযোগে এর আগে তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল এবং প্রায় ৭৫ দিন কারাবাসের পর তিনি জামিনে মুক্তি পান। সম্প্রতি এডিসি নির্বাচন নিয়েও সামাজিক মাধ্যমে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন তিনি, যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে হামলার ঘটনাটি নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এডিসি ভোট: খোয়াইয়ে গণনাকর্মীদের মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ এপ্রিল: খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ি (এস.টি.) ও ১২-রামচন্দ্রঘাট (এস.টি.) কেন্দ্রের ভোট গণনার কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ খোয়াই মহকুমার রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ভোট গণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের নিয়ে এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় মহকুমা শাসক নির্মল কুমার নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে ভোট গণনার কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। মহড়ায় পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া গাইডলাইন মেনে কিভাবে গণনার কাজ করতে হবে তা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন ডি.সি.এম. দীপঙ্কর সরকার, ডি.সি.এম. অয়ন দেবনাথ প্রমুখ। মহড়ায় ৩৪ জন কাউন্টিং অ্যাসিস্টেন্ট ও ৩৪ জন কাউন্টিং সুপারভাইজার হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেন।

রাজ্য সরকার শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এরই ফলস্বরূপ রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠদানের মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার পরিবেশও ক্রমশ আরও সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। আজ রাণীরবাজারস্থিত পিএম-শ্রী রাণীগঞ্জ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি খাদ্য, পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও গতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে ১২৫টি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং পাশাপাশি একাধিক বিদ্যালয়কে পিএম-শ্রী হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলোর মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা এবং ছাত্রছাত্রীদের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মানসিকভাবে গড়ে তোলা। তিনি বলেন, রাজ্যের যুবক-যুবতীরা এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আইএএস-এর মতো কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে এবং সাফল্যও অর্জন করছে।

এই পরিবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ভবিষ্যতে আরও সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে। তিনি বলেন, ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পিএম-শ্রী রাণীগঞ্জ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নতুন ভবন তৈরি হবে। এই কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণগত মান বজায় রেখে সম্পন্ন করার জন্য তিনি গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এ উপলক্ষে তিনি ভূমিপুজন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু দত্ত মজুমদার।

আগরতলায় 'অক্ষয় তৃতীয়া' উপলক্ষে বিশেষ অফার ঘোষণা কিসনা ডায়মন্ড এন্ড গোল্ড জুয়েলারির

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল : ত্রিপুরার অন্যতম বিশ্বস্ত ফাইন জুয়েলারি ব্র্যান্ড কিসনা ডায়মন্ড এন্ড গোল্ড জুয়েলারি তাদের আগরতলা স্টোরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বহু প্রতীক্ষিত "অক্ষয় তৃতীয়া ফেস্টিভ ক্যাম্পেইন" ঘোষণা করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ অফারগুলি আগামী ১৯ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। শহরের ৭, মন্ত্রি বাড়ি রোড, পোস্ট অফিস চৌমুহনির নিকটে অবস্থিত আগরতলা স্টোরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে গ্রাহকদের জন্য একাধিক আকর্ষণীয় ছাড়, অফার ও গিফট ভাউচারের ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্টোর ম্যানেজার সন্দীপ দেব গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি এখন ত্রিপুরার উৎসবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। গুণমান ও গ্রাহক আস্থার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার অব্যাহত থাকবে। সবাইকে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জানাই।

তিনি আরও বলেন, গ্রাহকদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও আস্থা আমরা পেয়েছি, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আগরতলায় স্টোর চালুর পর থেকেই অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। ত্রিপুরার মানুষ আমাদের তাদের উৎসব ও ঐতিহ্যের অংশ করে তুলেছেন।

গ্রাহক সুবিধা প্রসঙ্গে তিনি জানান, নির্দিষ্ট অঙ্কের ছাড়ের পরিবর্তে আমরা মেকিং চার্জে শতাংশভিত্তিক ছাড় প্রদান করি, যাতে সোনার দাম বাড়লেও গ্রাহকরা বেশি লাভবান হন। আমাদের অক্ষয় তৃতীয়া অফার সত্যিকারের 'ভ্যালু ফর মানি' নিশ্চিত করে।

অক্ষয় তৃতীয়া অফারের মূল আকর্ষণ (১৯ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য। গোল্ড জুয়েলারি: মেকিং চার্জে ফ্ল্যাট ৩০% ছাড়। ৩ লক্ষ বা তার বেশি কেনাকাটায় (জিএসটি বাদে) ফ্রি ১০ গ্রাম রূপোর কয়েন ডায়মন্ড জুয়েলারি: মেকিং চার্জে ফ্ল্যাট ৪০% ছাড়। ১ লক্ষ থেকে ২.৯৯ লক্ষ পর্যন্ত কেনাকাটায় (জিএসটি বাদে) ফ্রি ১০ গ্রাম রূপোর কয়েন। ৩ লক্ষ বা তার বেশি কেনাকাটায় (জিএসটি বাদে) ফ্রি ২০ গ্রাম রূপোর কয়েন।

অতিরিক্ত সুবিধা: প্রতিটি কেনাকাটার সঙ্গে নিশ্চিত গিফট ভাউচার (১ মে থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বৈধ)। পুরনো সোনা পূর্ণ মূল্যে এক্সচেঞ্জের সুযোগ।

সহজ পেমেন্ট ব্যবস্থা: মাত্র ২৫% অগ্রিম দিয়ে বুকিং, পরবর্তীতে সোনার দাম অনুযায়ী সুবিধাজনক পরিশোধ।

এদিন অনুষ্ঠানে কিসনা-র নতুন গোল্ড ও ডায়মন্ড কালেকশনও উন্মোচন করা হয়। পাশাপাশি গ্রাহকদের আগরতলা স্টোরে এসে বৃহত্তম ডায়মন্ড প্রদর্শনী উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

শেষে সন্দীপ দেব সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই আনন্দঘন উৎসবে আমরা সবাইকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাই। আগাম অক্ষয় তৃতীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 14-04-2026, 00:45